রামমোহন প্রসঙ্গ

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

রামমোহন প্রসঙ্গ

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র

রামমোহন প্রসঙ্গ

পিতার আর্থিক দুরবস্থার সময়ে নিজের বিত্ত থাকা সত্ত্বেও পিতার ঋণ শোধ করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করেন নাই। (৩) রামমোহনের পুত্র সম স্নেহে পালিত রাজারাম প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের যবনী রক্ষিতার সন্তান ও তাঁহার প্রকৃত নাম শেখ বকস্থ। (৪) রামমোহন পিতার মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না এবং জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী অলকা সুন্দরীর সহমরণ দর্শন করেন নাই। (৫) রামমোহন ইংরেজী জানিতেন না এবং তাঁহার ইংরেজী পুস্তক আর্ণট লিখিয়া দিতেন (৬) রামমোহন সম্ভবতঃ বাংলাও লিখিতে জানিতেন না ও সম্ভবতঃ সেগুলি গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের রচনা। (৭) রামমোহন কখনও পাটনায় পড়িতে গিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। (৮) রামমোহন কখনও তিব্বত প্রদেশে গমন করেন নাই। (৯) রামমোহন সতীদাহ আন্দোলনের জনক নহেন। (১০) রামমোহনের পূর্ব্বেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। (১১) উইলিয়ম্ বেণ্টিংকে লিখিত ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন সম্পর্কে একটি পত্র ব্যতীত শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের কোনই দান নাই।

এইরূপ আরও অনেকগুলি অপসিদ্ধান্ত প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জাহির করিতে তাঁহাদের চেষ্টার আর অন্ত নাই।

আমরা একে একে প্রমাণ করিব যে, এই সমস্ত অপসিদ্ধান্তের কোনওরূপ ভিত্তি নাই; শুধু তথ্য বিলোপ, তথ্য বিকৃতি ও আংশিক তথ্যের বিকৃত সমাবেশের সাহায্যে তাঁহারা সত্যকে গোপন করিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যাকে সত্যরূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথমে আমরা কৈশোরে রামমোহন কি ভাবে বিত্ত সঞ্চয় করিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইব যে সম্পূর্ণ বৈধ উপায়ে নিজ পরিশ্রম

ও বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যেই রামমোহন বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন কাজে কাজেই সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকা কালে উৎকোচ-গ্রহণ ভিন্ন এত বিপুল সম্পত্তির অধিকার হওয়ার সম্ভাবনা অল্প, সেজন্য উৎকোচ গ্রহণের অনুমান করিতে হইবে, এরূপ অনুমানে উপনীত হইবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই বরং সেরূপ অনুমান করা অসঙ্গত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত।

রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় সম্পত্তি

জীবনী রচনার জন্য সংবাদপত্র ও সরকারী নথি পত্রকেই একমাত্র নির্ভর যোগ্য প্রামাণ্য মাল মসলা বলিয়া প্রচার করা আজ কাল রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই রেওয়াজ অনুসারে আমরা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনীর মাল মসলা চাহিতে আরম্ভ করিয়াছি। সে যুগে দেশীয় সংবাদপত্র তেমন ছিল না, তবুও তাহার লেখাকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া নাকি আমাদের সম্বল করিতে হইবে।

সকল দেশেই জীবনীর মাল মসলা জীবন চরিত্রের নায়কের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত লোকদের বিবৃতি হইতে সংগ্রহ করা হয় এবং তাহাকেও প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা হয়; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশের রেওয়াজে তাহা নাকি গ্রাহ্য নহে।

প্রশ্নটা আমার মনে জাগিয়াছে রামমোহন রায়ের বাল্য, যৌবন ও কৈশোর লইয়া। এ সময়ের বিশেষ মাল মসলা সংবাদপত্রে না থাকিবারই কথা এবং সরকারী নথিপত্রেও তেমন কিছু পাইবার বিষয় নহে। সেজন্য রামমোহন ১৭৯৬—১৮১৫ পর্য্যন্ত নিজস্ব চেষ্টায় যে বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভবপর কি করিয়া হইল, এই

প্রশ্ন মনে উদিত হইবামাত্র রামমোহন-নিন্দুকেরা ইঙ্গিত করিয়া বসিলেন যে সরকারী কর্ম্ম করিবার সময় উৎকোচ গ্রহণ করিবার ফলেই উহা সম্ভব হইয়া থাকিবে। এই অপবাদ স্খালন করা কঠিন হইত; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সরকারী নথিপত্রেই এমন সব মাল মসলা পাওয়া গিয়াছে যাহা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে সরকারী চাকুরী গ্রহণের সন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই রামমোহন সম্পূর্ণ বৈধ উপায়ে যথেষ্ট আয়ের পথ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় তেজারতি

১৭৯৬ খৃঃ (অগ্রহায়ণ মাসে) রামকান্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। ১৭৯৬ খৃঃ শেষ ভাগে পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত কলিকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের বাটীতে তিনি বাস করিতে আসেন। এই কলিকাতায় বাস করিবার সময়ে তিনি ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন এবং সেই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য গোলকনারায়ণ সরকার নামক একজন গোমস্তাকে নিয়োজিত করেন। রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ রামমোহনের নামে যে মিথ্যা দেওয়ানী মামলা আনয়ন করেন এবং যাহা ডিস্‌মিস্ হইয়া যায়—সেই মামলায় গোলক নারায়ণ তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে রামমোহনের আদেশে রামমোহনের নিজ তহবিল হইতে ৭৫০০৲ টাকা লইয়া গোলক নারায়ণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশিষ্ট কর্ম্মচারী অনারেবল অ্যাণ্ড্রু র‍্যামজেকে কর্জ্জ প্রদান করেন। ঐ মামলার অপর সাক্ষী রামমোহনের তহবিলদার গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৮০২ খৃঃ তিনি রামমোহনের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় গোপীমোহন রামমোহনের আদেশে রামমোহনের নিজ তহবিল হইতে দুই হাজার টাকা ও রামোহনের

হুণ্ডিতে জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ধনী জয়কৃষ্ণ সিংহের (মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষ) গদী হইতে তিন হাজার টাকা লইয়া টমাস্ উডফোর্ডকে ধার দিয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে রামমোহন কলিকাতায় তেজারতির ব্যবসা করিতেন, উক্ত কার্য্যে তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল বলিয়াই র‍্যামজে ও উডফোর্ড সাহেবের মত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট ধার চাহিতে পারিয়াছিলেন। ফেরিস কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের অ্যানুয়াল রেজিষ্টার পাঠে জানা যায় যে সেই সময়ে অনারেবল অ্যাণ্ড্রু র‍্যামজে গাজীপুরের রেসিডেন্টের সহকারী ও উডফোর্ড সাহেব ত্রিপুরা জেলার রেজিষ্টার ছিলেন। রামমোহন কোম্পানীর অন্যান্য চাকুরিয়াদের সহিত পূর্ব্ব হইতে কারবারে লিপ্ত না থাকিলে দূরদেশস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সহিত লেনদেন ব্যাপার করিতে পারিতেন না। বাজারেও যে সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট পসার হইয়াছিল এবং অন্যান্য কারবারীদের বিশ্বাস তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে, জয়কৃষ্ণ সিংহের মত ধনীও রামমোহনের হুণ্ডীতে টাকা দিতে ইতস্তত করিতেন না। তিনি যে এই সময়ে কোম্পানীর কাগজের কেনা বেচার কাজও করিতেন জবানবন্দীতে গোপীমোহন ও রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যবসায় সূত্রে রামমোহনের বহু ইংরেজের সহিত পরিচয় হয়। এই সময়েই তিনি ডিগবী ও ডিকের সহিত পরিচিত হন। সার রবার্ট কাইথ ডিক এই সময়ে গাজিপুরে কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন।

এদেশীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিতও এই সময়েই তাঁহার পরিচয় ঘটে। সদর দেওয়ানী আদালতের কাজী উল কজ্জত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সিদিগের সহিত এত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার পরিচয় ছিল যে,

তাঁহাকে কার্য্যে বাহাল করিবার সুপারিস করিবার সময় ডিগবী বোর্ড অফ রেভিনিউকে জ্ঞাপন করেন যে বোর্ড ইচ্ছা করিলে রামমোহনের যোগ্যতা ও চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে ইহাদের নিকট হইতেই জানা যাইবে। ঢাকা জালালপুরে তাঁহার জামিন হইয়াছিলেন তত্রস্থ সম্রান্ত ধনী তুলসিং। কলিকাতা হইতে জানিত লোকের সুপারিশ না থাকিলে তুলসিং জামিন্ হইবেন কেন? রংপুরের কাজের জামিন হইতে প্রস্তুত ছিলেন চাঁচোইর জয়নারায়ণ সেন ও কুলঘাটের জমিদার মির্জ্জা আব্বাস আলি।

তালুক ক্রয় ও বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি

এই সমস্ত ব্যবসায় হইতে তিনি নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিত্ত সঞ্চয় করিতেছিলেন। কিন্তু প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন রামমোহন আপন বৈষয়িক বুদ্ধিতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এমন একটি ব্যাপার করিয়া বসিলেন যে তাহার পর হইতে বিত্তসঞ্চয় তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িল। এই সময়ে তিনি একুনে ৪৩৫৭৲ টাকা দিয়া গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করেন। এই দুই তালুক হইতেই তাঁহার বার্ষিক মুনাফা হইত ৫৫০০৲। এই আয় যে তাঁহার প্রকৃত হইত তাহা রামমোহনের পক্ষ হইতে ঐ সম্পত্তির তদারককারী বর্দ্ধমান জেলার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রাজীবলোচন রায় সাক্ষ্য প্রদান কালে বলিয়া গিয়াছেন।

কাজে কাজেই ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে রামমোহনের অর্থাভাব হইবার কথা নহে। পিতা প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে তাঁহার সংসার চলিত, ঐ সম্পত্তির তদারক করিতেন ভবানী ঘোষ ও জগন্নাথ মজুমদার। কাজে কাজেই এই নূতন তালুকের আয় হইতে ক্রমে সম্পত্তি বৃদ্ধি করা সহজ। সেইজন্য এই ঘটনার আট নয় বৎসর পর যখন তিনি বীরলুক,

শ্রীরামপুর ও কৃষ্ণনগর তালুক প্রভৃতি প্রায় কুড়ি হাজার টাকা দিয়া খরিদ করেন, তখন মোটেই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করিবার কারণ ছিল না। রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর হইতে এই কয় বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকার উপরে আয় হইয়াছে।

নূতন ক্রীত তালুকগুলির মুনাফা ৫০০০৲ ও পূর্ব্বের মুনাফা ৫৫০০৲। কাজে কাজেই ১৮১০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই নূতন ভূসম্পত্তিগুলি হইতেই বাৎসরিক দশসহস্র মুদ্রার অধিক আয় হইতে থাকে। সেইজন্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে চৌরাঙ্গীর বাড়ী বা মাণিকতলার বাড়ী কেনা যে খুব সহজ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ কৈ? চৌরাঙ্গীর বাড়ীর মূল্য কুড়ি হাজার ও সিমলার বাড়ীর মূল্য ১৩০০০৲—ইহা তো পাঁচ বৎসরে এই তালুকগুলির আয় হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় তাঁহার যে তেজারতির কারবার ও কোম্পানীর কাগজের কাজ ছিল, তাহাও তিনি গোপীমোহনের বরাবরে বজায় রাখিয়া ছিলেন। কাজে কাজেই আয় তাঁহার যথেষ্টই ছিল।

মূলধনের মূল

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দেই তিনি যে র‍্যামজেকে ধার দিলেন ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি পর বৎসর ক্রয় করিলেন ইহার মূল টাকা তিনি পাইলেন কোথা হইতে? ইহা তিনি যে স্থান হইতেই পাইয়া থাকুন না কেন, তাহা যে সরকারী চাকুরীর উৎকোচ নহে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে, কারণ তখন তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণই করেন নাই। রামকান্ত বিষয় বণ্টন কালে নগদ কোনও টাকা কাহাকেও দেন নাই বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে পুত্রগণ মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে কিছু বিষয় আশয় পাইয়াছিলেন তাহা বণ্টননামায় রামকান্ত স্বীকার করিয়া

গিয়াছেন। এই সম্পত্তি কত ছিল এবং কবে তাহা জগমোহন রাম-মোহন প্রভৃতি পাইলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু দেখা যায় রামকান্ত সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিবার বহুপূর্ব্বেই জগমোহন নিজস্ব বিষয় সম্পত্তি করিয়া বিপুল বিত্তের মালিক হইয়াছেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ভূরস্যুট পরগনার খাজনা রামকান্ত সরকারকে নিয়মিত দিবার জামীনরূপে জগমোহনকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বীকার করিয়াছেন, নিজস্ব যথেষ্ট সম্পত্তি না থাকিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জগমোহনের জামীন নামা গ্রহণ করিতেন না।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে যদি জগমোহন এত প্রচুর ভূসম্পত্তির স্বাধীন মালিক হইতে পারেন তবে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের চব্বিশ বৎসর বয়সে নিজস্ব প্রচেষ্টায় অর্থাগমের পথ করিয়া লওয়া কি অসম্ভব? মাতামহীর প্রদত্ত অর্থে তিনি তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতার কারবার আরম্ভ করিয়াছেন, এইরূপ ঘটাই অধিক সম্ভব মনে হয়। আনুমানিক ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে রাম-মোহন "পর্ব্বতসঙ্কুল" প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া পিতার সহিত মিলিত হন। তাঁহার বিত্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে; অকারণে বসিয়া না থাকিয়া বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন পরিবারের এই তরুণ যুবক যে অর্থোপার্জ্জনের প্রচেষ্টা করিবেন ইহাই তো স্বাভাবিক। দেখা যাইতেছে রামকান্ত কলিকাতার বাটী রামমোহনকে দিতেছেন। সম্পত্তি বণ্টনের পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতার বাটী হইতে রামমোহন তেজারতি করিতেন এবং সেইজন্যই এই বাটী তাঁহাকে দেওয়া হইল, এই অনুমানই সঙ্গত, আর পূর্ব্ব হইতে তেজারতি না থাকিলে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে র‍্যামজে রামমোহনের তেজারতির পরিচয় পাইলেন কেমন করিয়া এবং জয়কৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত পরিচয় হইল বা কি করিয়া? কাজে কাজেই র‍্যামজেকে ৭৫০০৲ ও রামেশ্বর পুরাদি ক্রয়ের জন্য কিঞ্চিৎ অধিক চারি হাজার টাকা মাতামহ প্রদত্ত

অর্থে রামমোহন যে ব্যবসায় চালাইতে ছিলেন, তাহা হইতে প্রদত্ত মনে করাই সঙ্গত।

রামমোহনের বিত্ত যৌথ নহে

রামমোহন যদি পিতার অর্থ লইয়া তাঁহার বেনামদার হিসাবে বা একান্নভুক্ত পরিবারের অংশী হিসাবে এই বিত্তের মালিক হইতেন, তাহা হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রামকান্ত ও জগমোহনের দেনার জন্য সেই সম্পত্তি লইয়া টানাটানি করিতে ছাড়িতেন না। জগমোহন যে হরিরামপুর তালুকের মালিক হইয়াছিলেন—তাহা প্রকৃত পক্ষে রামকান্তের সম্পত্তি এই কথা বলিতে তাঁহারা ছাড়েন নাই।

(Vide letter of Mr. R. Cunyungham to the board of revenue dated 11th July, 1830. "Ram Canta Rai the late farmer of the Bursoots etc.......was generally understood to be the actual Properties of Hurree Rampore, although it is registered in the name of his son.

Board of revenue, O. C. 15th July, 1800 No. 14.)

কিন্তু রামমোহনের সম্পত্তি সম্পর্কে সে সময়ে বা পরে কোন দিন তাহারা সেরূপ কোন দাবী করেন নাই। জগমোহন রামমোহনের নিকট খত দিয়া ঋণ করিয়াছিলেন এবং নিজে ঋণের দায়ে বিপন্ন হইয়া ছিলেন, কিন্তু কোনও দিন যৌথ বলিয়া এই সম্পত্তির দাবী করেন নাই। জগমোহনের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রামমোহনের বিরুদ্ধে এই সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিলে সে দাবী অগ্রাহ্য হয় এবং রামমোহন দুর্গাদেবীর মামলা ও তেজচন্দ্রের মামলায় এই সম্পত্তি নিজের চেষ্টায় সংগৃহীত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং আদালত তাহাই মান্য করিয়াছেন। রামমোহন দুর্গাদেবীর মামলায় উত্তর স্বরূপ

বলিয়াছিলেন যে, This defendant by his own Separate and exclusive labours and exertions acquired monies by which he was enabled to purchase Several Parcels of landed property including the Taluks called Govindapore and Rameswarpore mentioned in the Complainants bill of Complaint. (Vide Mazumder Ram Mohan Roy Vol. 1. P. P. 26.)

তেজচন্দ্রের মামলাতেও রামমোহন বলিয়াছিলেন পিতার জীবদ্দশায় পিতার সহিত ভিন্ন হওয়ার পর নিজের চেষ্টায় রোজগার করিয়া সম্পূর্ণ আলাহিদা ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। (Vide Mazumdar Vol. I. P. P. 306) বিনা প্রমাণে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই—অথচ ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় তাহাই করিয়াছেন। গিরিজা বাবু আবার ব্রজেন্দ্র বাবু হইতে একধাপ অগ্রসর হইয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন রামমোহন পিতৃসম্পত্তি ভূরস্থট পরগণায় তদারক করিতে গিয়া ওই সম্পত্তি ভাল করিয়া দেখেন নাই এবং উহার দেয় রাজস্ব না দিয়া তাহার দায় পিতার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন।

গিরিজা বাবু লিখিয়াছিলেন যে, "১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে দেখা গেল যে ভূরস্থট পরগণা রামমোহন এত বৎসর পিতার নিযুক্ত কর্ম্মচারী হিসাবে খাজনা আদায় করিয়াছেন, তাহার দরুণ বহু টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে এবং ঐ ভূরস্থট পরগনার ইজারার মেয়াদও ঐ বৎসর ফুরাইয়া গিয়াছে। পিতার জমিদারীর খাজনা আদায় করিলেন রামমোহন, আর জমিদারীর ইজারার মেয়াদ ফুরাইয়া যাইবার প্রাক্কালে বাকি রাজস্ব দিবার বোঝা চাপাইয়া গেলেন পিতার স্কন্ধে। ভূরস্থটের বাকী রাজস্ব দিবার দায়িত্ব

রামমোহনের। এ দায়িত্ব কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র তো দূরের কথা, কর্ম্মচারী হিসাবেও পালন করেন নাই।"

গিরিজা বাবুর উপরোক্ত উক্তি সম্পূর্ণ স্বকপোল কল্পিত; ইতিহাসে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়। ভুরসুট পরগনার দেয় রাজস্ব উহার ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ অবধি মোটেই বাকী পড়ে নাই, সম্পূর্ণ রাজস্বই সরকারী তোষাখানায় জমা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। বর্দ্ধমানের কলেকটর Y. Burgess (ওয়াই বার্জ্জেস্) ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর বোর্ড অফ রেভিনিউতে যে পত্র লেখেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "The revenue have been hither to paid up regularly." কিন্তু বর্দ্ধমান রাজের ডিক্রী এড়াইবার জন্য রামকান্ত পলাতক হইয়াছেন' সে জন্য তাঁহার কর্ম্মচারী টাকা তসরুপ করিয়া যদি পলায়ন করে তাহা হইলে টাকা আদায় হইবে না, সে জন্য ভুরসুট ক্রোক্ করা হউক। রেভিনিউ বোর্ড উহা সঙ্গত হইবে না বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন (Vide majunder vil. 1. p. p. I4.) ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাই তারিখে ক্যানিংহাম সাহেব রিপোর্ট দাখিল করেন যে ভুরসুট পরগনায় মোট দেয় ১৫৪৯০২৲ মধ্যে মাত্র ১৮৫১।৵ বাকী আছে। উহা দিবার সঙ্গতি রামকান্তের আছে, কিন্তু বর্দ্ধমানরাজের অনেক টাকা পাওনা আছে, সে জন্য সরকারী খাজনাও তিনি দিতেছেন না। রামকান্ত বলেন যে বোরো ধান্য নষ্ট হওয়াতে খাজনা দিতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছে এবং সেজন্য তিনি সময় চাহেন।

এই সব হইতে প্রমাণ হয় যে ভুরসুটের রাজস্ব বাকী থাকায় রামমোহনের কোনই দায়িত্ব ছিল না এবং উহার জন্য তাহাকে কোনও প্রকারে দায়ী করা চলে না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বাকি টাকা দেওয়া হইয়া গেলে রামকান্ত মুক্তি লাভ করেন। তিনি কেন জেলে আবদ্ধ ছিলেন, রামমোহনের সঙ্গতি থাকিলেও কেন পিতার মুক্তিচেষ্টা তিনি করেন

নাই, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এ ক্ষেত্রে আমরা রামমোহনের নিজস্ব বিত্ত সম্পর্কেই আলোচনা করিলাম ও দেখিলাম যে এই সম্পর্কে তাঁহার চরিত্রে মসীলেপনের চেষ্টা সম্পূর্ণ অসম্ভব অনৈতিহাসিক ভিত্তিতেই করা হইয়াছে।

রামমোহন সৎপথে থাকিয়া নিজ অধ্যবসায় বলে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন মনে করাই সঙ্গত।

পরবর্ত্তীকালে তাঁহার জীবন ধারার সহিত এই সৎপথে বিত্ত অর্জ্জনের সম্ভাবনাই অধিক খাপ খায়।

তাহার অকৃত্রিম বন্ধু অ্যাডাম সাহেব বলিয়াছেন যে, বিশপ মিড্লটন রামমোহনকে ইঙ্গিতে জানাইয়া ছিলেন যে, রামমোহন খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে বহু মর্য্যাদা ও বিত্তের অধিকারী হইতে পারিবেন, তাঁহাকে প্রলুব্ধ করা হইতেছে মনে করিয়া, এই প্রলোভন প্রদাতার সহিত কোন সম্পর্ক রাখা আত্মমর্য্যাদা হানিকর মনে করিয়া রামমোহন মিড্লটনের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

অন্য একটি ঘটনায় রামমোহনের নিজস্ব তেজঃদৃপ্ত উক্তি আছে; বাদশা দ্বিতীয় আকবরের পুত্র যুবরাজ মনে করিয়াছিলেন যে, বাদশার প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডে যাওয়ায় রামমোহনের অন্যতম উদ্দেশ্য বাদশার পক্ষ হইয়া সেলিমকে রাজ্য দিবার অনুমতি আদায় করা, সেইজন্য রামমোহনকে চতুর ও অন্যায়ের প্রশয় দাতা বলাতে রামমোহন বলেন,—"The hon'ble of all castes practice not artifices even for there own benefit much less will they Commit such an act of baseness for the good of others".

সম্রাটনন্দনকে এইরূপ উত্তর প্রদান সম্ভব রামমোহনের এই জন্য হইয়াছিল যে, তিনি আজীবন সৎপথেই চলিয়াছেন। এই জবাবে

যুবরাজ অত্যন্ত অপমানিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে নালিশ করিয়াছিলেন।

অকারণ অপবাদ

রামমোহনের বিত্ত সদুপায়ে অর্জ্জিত না হইয়া অন্য উপায়ে হইয়াছে বলিয়া সে সময়ের লোকদের ধারণা থাকিলে কি রামমোহন জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবার, টাকীর প্রসিদ্ধ মুন্সি পরিবার প্রভৃতি অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক-দিগের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করিতে পারিতেন? ইউরোপীয় ব্যবসায়ী মহলে, এমন-কি, ষ্টক একচেঞ্জেও তাঁহার এমন সুনাম ছিল যে Patriotic association নামক ইংরাজী ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কারবারী কোম্পানীর তিনি একজন সদস্যই শুধু ছিলেন না, তিনি এই কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তবে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কেহ তাঁহার এই অপবাদ রটনা করিয়াছিলেন, Calcutta review (1845) Vol. IV এর ৩৬৪ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ আছে, এই উল্লেখটুকুকেই সম্বল করিয়া "রামমোহনের জীবনীর নূতন খসড়া" নির্ম্মাতাগণ এখন আবার এই অপবাদ রটনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু Review এর জীবনী রচয়িতা কিশোরী চাঁদ মিত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন, "We are prepared neither to substantiate, or to contradict it... .....The evidence on this subject is too inconclusive to enable us to arrive at a decision". অর্থাৎ এই অপবাদ আমরা সমর্থনও করি না, অস্বীকার ও করি না... ..এ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করা হয়, তাহা এমনই অসম্পূর্ণ যে আমরা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারি নাই তবে লেখক কিশোরী চাঁদ স্বীকার করিয়াছেন যে, বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ

না থাকিলে আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য যে রামমোহন নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। সে সময়ে এই সকল চাকুরীতে যাহারা রত থাকিতেন তাহাদের প্রায় সকলেই উৎকোচগ্রাহী ছিলেন বলিয়া লেখক বলিতেছেন যে, ইহা হইতে মুক্ত থাকা অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী অসাধারণ মানুষ ভিন্ন সম্ভব নহে। তাই সহজে কাহাকেও নিষ্কলঙ্ক মনে করা শক্ত; কিন্তু কলঙ্কেরও কোন প্রমাণ নাই,—কাজে কাজেই নিষ্কলঙ্ক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কিশোরীমোহনের এই উক্তিগুলি সম্পূর্ণ চাপিয়া গিয়া নবযুগের নব গবেষকগণ রামমোহনের চরিত্র অকারণ মসীলিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই শ্রেণীর গবেষকদিগকে কোন ভাষায় নিন্দা করা উচিত?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋণের দায়ে রামকান্ত

রামমোহন যখন বিত্ত অর্জ্জনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা রামকান্ত ঋণের দায়ে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, এই তথ্যটুকু মাত্র সার করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু ও গিরিজা বাবু যে সমস্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন সেরূপ হীন ইঙ্গিত যে কতদূর অন্যায় তাহা এইবার আমরা প্রদর্শন করিব। ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, "তবে এ কথা সত্য যে রামকান্ত যখন দুই তিন হাজার টাকা ঋণের জন্য হাজত বাস করিতেছিলেন এবং অর্থাভাবে অন্য নানারূপ কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন 'তখন অবস্থাপন্ন ও অর্থশালী হইয়াও রামমোহন পিতাকে সাহায্য করেন নাই।"

গিরিজা বাবু নিজে লিখিয়াছেন যে, "এ একটা মর্মান্তিক রহস্য। এই সময়কার দৃশ্যগুলি আমাদের চক্ষুকে পীড়া দেয়।"

ব্রজেন্দ্র বাবু ও গিরিজা বাবু এই সম্পর্কে ইতিহাসের মর্য্যাদা কি ভাবে পদদলিত করিয়া এই মিথ্যা কলঙ্ক রামমোহনের চরিত্রে আরোপ করিয়াছেন দেখা যাউক; তাঁহারা বলিতেছেন রামকান্তর হাজত বাস দুই তিন হাজার টাকার জন্য হইয়াছিল ও রামমোহনের সঙ্গতি থাকিতেও পিতার কারা-দুঃখ মোচন করেন নাই। রামকান্তকে ভূরসুট পরগনার দেয় রাজস্ব বাবদ যদিও আটক রাখা হয়, কিন্তু তাহা অর্দ্ধ সত্য মাত্র। বর্দ্ধমান রাজের নিকট সে সময় রামকান্তের ঋণ ছিল আশি হাজার টাকা এবং ঋণ সম্পর্কে একটা রফা নিষ্পত্তিতে আনিতে বর্দ্ধমান রাজকে বাধ্য করিবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া রামকান্ত ও জগমোহন কারাবরণ করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের

১১ই জুলাই বর্দ্ধমানের কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডকে জ্ঞাপন করেন যে,—"Ram Kanta is in Confinement for this balance, (Sicca Rs. 2851-6) and although he is very able to discharge it, yet as the Rajah of Burdwan has a large demand against him for which he knows he would be detained even were he to discharge his balance due to Government. He is therefore backward in paying the amount."

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সরকারী ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা রামকান্তের নিজেরই ছিল, কালেক্টর সাহেব স্পষ্টই বলিতেছেন "very able to discharge the balance due" কিন্তু না দিবার হেতু হইতেছে বর্দ্ধমান রাজের নিকট বহু টাকা ঋণ; অতএব দুই হাজার টাকার জন্য রামকান্ত কারাগারে আছেন জানিয়াও রামমোহন ঋণ শোধ করিয়া পিতাকে মুক্ত করেন নাই, এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। রামমোহনের তখন আশি হাজার টাকা ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না এবং থাকিলেও ইহা রামকান্তের অভিপ্রেত ছিল না, রামকান্ত ও জগমোহন বর্দ্ধমান রাজকে রফা করিতে বাধ্য করিবার জন্যই স্বেচ্ছায় সরকারী দেয় খেলাপ করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাও সরকারী কাগজ পত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, Board of revenue o. c. 14th January 1803. No. 8. Report on person detained in the Dewany jail of zillah Midnapore on account of arrear revenueতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে জগমোহন বর্দ্ধমান রাজের নিকট পিতার দায়ের জন্য জামিন ছিলেন বলিয়া সেজন্য যাহাতে তাঁহার চিতুয়া পরগনা নিলামে না উঠে তজ্জন্য স্বেচ্ছায় হাজত বাস করিতেছেন—"in order to prevent the sale of lands held by the defaulter

in chitua in satisfaction of this decree, he purposely fell in arrear last year, that he is determined to remain in jail until he can bring the Rajah of Burdwan to some sort of adjustment of his demands against him and his father and that as soon as he can effect this, he will pay his balance and not before."

রামকান্ত ও জগমোহনের সঙ্গতি সম্পর্কে যখন সরকার রামকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র রামলোচনের কাছে অনুসন্ধান করেন তখন রামলোচন বলেন যে রামকান্ত বর্দ্ধমানের দেয় আশি হাজার টাকা এগারো বৎসর কিস্তিবন্দি হিসাবে শোধ করিবার কড়ার করিয়াছেন এবং উহা শোধ করিবার জন্য বর্দ্ধমান রাজের নিকট বাৎসরিক একলক্ষ টাকা রাজস্বের একটি জমি বন্দোবস্ত লইয়াছেন এবং উহার মুনাফা হইতে এই কিস্তির টাকা দেওয়া ও সংসার খরচ চলিবে আশা করেন। দেখা যাইতেছে রামকান্ত বর্দ্ধমান রাজাকে যে একটি রফায় আসিতে বাধ্য করিবার জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছিল। রাণী বিষ্ণুকুমারীর প্রধান সহায় ছিলেন রামকান্ত। সেজন্য মহারাজ তেজচন্দ্র রামকান্তের উপর বিরূপ ছিলেন এবং তাহাকে ও জগমোহনকে বহুদিন হইতেই নানা মোকর্দ্দমায় জড়াইয়া উৎপীড়ন করিতেছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে একটা রফা নিষ্পত্তিতে আসিতে বাধ্য করাও রামকান্তের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাঁহার পরিকল্পিত এই স্বেচ্ছায় কারাবরণ যে আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়াছিল এগারো বৎসরে দেয় শোধের কিস্তি স্বীকার করাই লওয়াতেই তাহা প্রমাণ হয়।

রামকান্ত ও জগমোহনের উদ্দেশ্যমূলক এই কারাবরণ হইতে উদ্ধার তাঁহারা নিজেরাই চাহেন নাই এবং রামমোহনের যদি অর্থ সাহায্যে

কুলাইত তাহা হইলেও এক্ষেত্রে রামমোহনের করণীয় কিছুই ছিল না। অবশ্য ইহাও সত্য যে রামমোহনের সে সময়ে এত অধিক বিত্ত হয় নাই যে তিনি আশি নব্বই হাজার টাকা অনায়াসে দিয়া দিতে পারিতেন, ব্রজেন্দ্রবাবু ও গিরিজাবাবু এই সকল কথা সম্পূর্ণ চাপিয়া গিয়াছেন; এইরূপ তথ্যবিলোপ ও তথ্যবিকৃতির সাহায্যে ইতিহাসের এরূপ ব্যভিচার সচরাচর দেখা যায় না। এইরূপ ইচ্ছামূলক তথ্য বিকৃতি করিয়া যাঁহারা দেশবরেণ্য নেতাদের অযথা কলঙ্ক রোপণ করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ঐতিহাসিকরূপে পরিচিত হইবার চেষ্টা কি ভণ্ডামী নহে।

ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে "মৃত্যুকালে রামকান্তের কোনও নগদ টাকা ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধমানের একটা বাড়ী ও পঞ্চাশ ষাট বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ছিল। বাড়িটি বর্দ্ধমানের মহারাজা ঋণের জন্য দখল করিয়া লইলেন, ব্রহ্মোত্তর জমি রামকান্তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তারিণী দেবী কর্ত্তৃক দেবসেবায় নিয়োজিত হইল।"

এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য উক্তি হইলে রামকান্তের নিঃস্বতা যেমন প্রমাণিত হয়, রামকান্তের বিষয়ের অধিকারী জগমোহন হইয়াছিলেন ও বিধর্মী রামমোহন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন তাহা প্রমাণিত হয় না এবং সেজন্য গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহনের মামলা সম্পর্কে শুধু গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জির উপর নির্ভর করিয়া রামমোহনকে যে ভাবে প্রতারক প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে নিঃসংশয়চিত্তে বলা চলে যে ব্রজেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক অঙ্কিত এই চিত্র সম্পূর্ণ সত্য চিত্র নহে।

গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহনের মামলাতেই গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষের সাক্ষী বেচারাম সেন জেরায় স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, রামকান্ত মৃত্যুর পূর্ব্বে বিনোদরাম সমাদ্দার নামক এক ব্যক্তির নামে আটশত টাকা

পাওয়ার জন্য যে ডিক্রি করিয়াছিলেন, জগমোহন একাকী সেই ডিক্রি জারি করিয়া কয়েক কিস্তিতে সে টাকা আদায় করিয়া লন এবং জগৎরাম রায়ের নিকট রামকান্তের পাওনা এক হাজার টাকাও জগমোহন একাকী আদায় করিয়া লয়েন। রামমোহনের পিতৃব্যপুত্র গুরুপ্রসাদ রায়ের সাক্ষ্যে জানা যায় বিনোদরামের বিরুদ্ধে ডিক্রি ব্যতীত জগমোহন হুগলী আদালতের সাহায্যে কীর্তি সিংহ নামক একজন দেনাদারের নিকট রামকান্তের প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। তবে তাহার পরিমাণ কত তাহা গুরুপ্রসাদ জ্ঞাত ছিলেন না। রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাসের সাক্ষ্যে জানা যায় যে রামকিশোর রায় নামক এক ব্যক্তির নিকট উক্তরূপে পাওনা এক হাজার টাকাও জগমোহন আদায় করিয়াছিলেন।

কাজেকাজেই বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে রামকান্তকে যেরূপ নিঃস্ব প্রমাণের চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে রামকান্ত সেরূপ নিঃস্ব ছিলেন না, ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা তাঁহার নিজেরই ছিল। রামকান্তের বিষয়ের অধিকারী জগমোহনই হইয়াছিলেন, রামমোহন সেই সামান্য বিত্তের ভাগীদার হন নাই বা হওয়া হইতে বঞ্চিত ছিলেন। সেজন্য তেজচন্দ্র বনাম রামমোহনের মোকদ্দমায় রামমোহনের উক্তি আইন এড়াইবার অছিলা নহে, সম্পূর্ণ সত্য বিবৃতিই। কেবল যে এই মোকর্দ্দমার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই সাক্ষ্যই রামকান্তের ঐকান্তিক নিঃস্বতা ও ঋণ শোধের অক্ষমতার বিপক্ষে তাহাই নহে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের তৎকালীন অনুসন্ধানেও প্রকাশ পাইয়াছিল যে রামকান্ত স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করিতে ছিলেন না এবং উহা অভিসন্ধিমূলক ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে বর্দ্ধমানের কলেক্টর ক্যানিংহ্যাম সাহেব

বোর্ড অফ রেভিনিউকে রামকান্তের দেনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে "Rama Cant is in confinement for this balance and although he is very able to discharge it, yet as the Rajah of Burdwan has large demand against him, for which he knows he would be detained even he were to discharge, the balance due to Government, he is therefore backward in paying the account. (o. c. 18th July 1800 No 14.)

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রিপোর্টের এক বৎসর পর ক্যানিংহ্যাম সাহেব পুনরায় লিখেন যে, "It being wellknown that Ram Cant Rai, who is a man of property, could if inclined, immediately discharge the arrears due on account of his farm and also the amount due from his sons's estate".

কাজেকাজেই ঋণদায়ে আবদ্ধ নিঃস্ব পিতার মুক্তির জন্য রামমোহন কিছু করেন নাই বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে যে অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, চতুর রামকান্ত কারাগারে থাকিয়া বর্দ্ধমান রাজের পাওনা এগারো বৎসরে পরিশোধের এক ব্যবস্থা করিয়া লন ও ওই টাকা পরিশোধ করিবার উপায় করিবার জন্য এক লক্ষ টাকা আয়ের এক সম্পত্তি বর্দ্ধমান রাজের নিকট ইজারা স্বরূপ আদায় করিয়া লন'। ইহার ফলে রায় পরিবারের অবস্থা ফিরিতে পারিত; কিন্তু বিষ্ণুকুমারীর সম্পত্তির অংশ বেনামীতে জগমোহন হাত করিয়াছিলেন, সেজন্য তেজচন্দ্র তাহা উদ্ধারের জন্য যে মামলা দায়ের করেন তাহা ও অন্যান্য নানা মামলার ফলে রামকান্ত ও জগমোহন প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়েন।

রাণী বিষ্ণুকুমারীর মন্ত্রণাদাতা রামকান্তকে ও তদীয় পুত্র জগমোহনকে তেজচন্দ্র নানাভাবে নির্য্যাতিত করিয়াছেন এমন কি এই অপরাধ ও পরে প্রতাপচাঁদের বিধবা পত্নীদের পক্ষাবলম্বন করার জন্য পুত্র রাধাপ্রসাদকে রামমোহন প্ররোচিত করিয়াছেন, এই বিশ্বাসে রামমোহন ও রাধাপ্রসাদকে নানাভাবে বিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। রাধাপ্রসাদের নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া রাধাপ্রসাদের জননী প্রাণত্যাগ করেন ও রামমোহনের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। রাধাপ্রসাদ মোকর্দ্দমা হইতে বেকসুর মুক্তিলাভ করিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট যে আর্জ্জি পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও রামমোহনের ভগ্নস্বাস্থ্যের সম্পর্কে ডাক্তার হ্যালিডে নামক একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেওয়া ছিল। এই মামলায় রামমোহনের কোনও সম্পর্ক না থাকাতেও যে মিষ্টার ম্যালোনি তেজচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া রামমোহনের নাম অকারণে বারবার টানিয়া আনিয়াছিলেন, সেইজন্য ক্ষোভে দুঃখে রামমোহনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য, কাজেকাজেই তেজচন্দ্রের রোষবহ্নি এড়াইবার জন্য রামকান্তের কৌশলকে নষ্ট করিয়া রামমোহন রামকান্তকে যদি মুক্ত করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে পিতার কোনই মঙ্গল করা হইত না, অমঙ্গলই করা হইত।

তৃতীয় অধ্যায়

গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহন

রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ। রামমোহন নিজ চেষ্টায় যে বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন, তাহার অংশীদার হইবার জন্য সেই সম্পত্তি রামমোহন যৌথ কারবারের অংশীরূপেই করিয়াছিলেন, এরূপ দাবীতে সুপ্রিমকোর্টে এক মামলা আনেন। এই মামলার মূলে কোনই সত্য ছিল না, অপরের প্ররোচনায় বিধর্মী রামমোহনকে জব্দ করিবার জন্য এই মামলা হয়; মামলা আদালতের বিচারে ডিস্‌মিস্ হইয়া যায়। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু এই মামলার বাদীপক্ষের আর্জ্জির উপর নির্ভর করিয়া এই সম্পর্কে একতরফা আলোচনাই করিয়াছেন এবং এমনভাবে টীকা টিপ্পনি করিয়াছেন যে, তাহা হইতে রামমোহনকে বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যন্ত অসৎ বলিয়া মনে হয়। এই মামলায়, দুর্গাদেবীর মামলায় ও তেজচন্দ্রের মামলায় রামমোহন বলিয়াছেন যে তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক মতের জন্য তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বাস করিতেন এবং একাকী নিজের চেষ্টায় বিষয় সম্পত্তি করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু কিন্তু লিখিতেছেন যে "রামমোহন যতটুকু বলিয়াছেন রায় পরিবার প্রকৃত প্রস্তাবে ততটুকু স্বতন্ত্র ছিল কিনা সন্দেহ করা চলে।" ব্রজেন্দ্রবাবুর সন্দেহ ইতিহাস নহে; কিন্তু এতবড় একজন লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি একাধিক বার আদালতে যে উক্তি করিয়াছেন শুধু সন্দেহের বশে তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে ব্রজেন্দ্রবাবুর বাধিল না! তিনি পাঠকগণের বিচারের জন্য রায় পরিবারের জানা ইতিহাসও প্রকাশ করিলেন না।

এই মামলায় রামমোহনের জ্ঞাতি ভ্রাতাদের কেহ কেহ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তাহাদের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে রামমোহনের পিতা রামকান্তরা ছয় ভাই ছিলেন এবং এই ছয় ভাই একরারনামা রচনা করিয়া পৃথকান্ন হইয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদ রায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে He this deponent, was informed by his said father Nimanand Roy that the said Rama Caunt Roy and his brothers had become divided many years previous to the birth of him deponent and he this deponent hath afterwards seen the this papers which were drawn up and executed by the said Ram Caunt Ray and his said brothers at the time when such division or partition took place and which papers are now in the possession of him this deponent." অপর জ্ঞাতি ভ্রাতা রামতনু রায়ও বলিয়াছেন যে তাহার পিতা ও পিতৃব্যরা "lived and resided in the same homestead but that they did not constitute an undivided Hindoo family." তিনিও বিষয় বণ্টনের ব্যাপার বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রায় পরিবারে সম্পত্তি বণ্টন ও পৃথক থাকা রেওয়াজ ছিল।

রামকান্ত সম্পত্তি পুত্রাদিগের সহিত বণ্টন করিয়া লইলে পর রামমোহনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামলোচন যে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া বাস করিতেন তাহা গোবিন্দপ্রসাদ নিজেই আর্জিতে স্বীকার করিয়াছেন। গোবিন্দপ্রসাদের আর্জিতে আছে যে, "Ramlochun Ray seperated himself from the said family and went and lived apart and divided from the said family."

গোবিন্দপ্রসাদের তরফের সাক্ষীগণও রামমোহন যে ভ্রাতাদিগের সহিত

পৃথক ছিলেন তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সাক্ষী হইলেন রামমোহন কর্তৃক বরখাস্ত হওয়ার পর গোবিন্দপ্রসাদের নিকট চাকুরী গ্রহণকারী বেচারাম সেন। তিনি বলেন যে রামমোহন ও জগমোহন "did live together and for the undivided Hindoo family as to food but were separated and divided as to property." কিন্তু এই পৃথক সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে বাসও মামলার আগেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। ১২২৩ সালের মাঘমাসে রামমোহনের পরিবার পৈতৃক বাড়ী ত্যাগ করিয়া রঘুনাথপুরে চলিয়া যান। বেচারাম বলিতেছেন "the immediate cause of removal was a dispute which he had with his mother Tareney Devi." এই মাঘ মাসের পূর্ব্বেই অগ্রহায়ণ মাসে রামমোহনের আত্মীয় স্বজন অর্থাৎ গোবিন্দপ্রসাদ ও তারিণী দেবী রামমোহনকে জাতিচ্যুত করেন। বেচারাম সেই ব্যাপারে গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষে ছিলেন, বেচারাম বলিতেছেন যে, "this deponent having sided with the complainant Govind prosad Ray in a matter regarding their cast in which they differed."

এই মামলায় রামমোহনের পক্ষে রামমোহনের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র গুরুপ্রসাদ রায় ও রামতনু রায়, হুগলি জেলার সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও প্রভাবশীল জমিদার রাজীবলোচন রায়, রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, রামমোহনের বহু কর্ম্মচারী প্রভৃতি সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। অপর পক্ষে রামমোহন বিধর্মী হওয়াতে জাতিচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষে কোনও জ্ঞাতি সাক্ষ্য দিতে আসেন নাই, তারিণী দেবী, নবকিশোর রায়, নিমাই রায়, বিপ্রপ্রসাদ রায় প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে সপিনা করা সত্ত্বেও তাঁহারা সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই, অন্যান্য সতের জন সাক্ষ্য-তালিকাভুক্ত

ব্যক্তির মধ্যে মাত্র পাঁচজন সপিনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের সাক্ষ্যও বেচারামের ন্যায় গোবিন্দপ্রসাদের অনুকূল ছিল না। পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন, কারণ তাঁহারা উভয়েই বলেন যে সাধারণ লোক যাহা জানে তাহার অতিরিক্ত কোনই জ্ঞান রায় পরিবারের বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে ইহাদের ছিল না। রাধাকৃষ্ণ আরও বলেন—"this deponent knows nothing about their gains or earnings or whether the same was carried to common stock or not in what manner the same was disposed of." আরও বলেন যে, he was not acquainted with the concerns dealings transactions or property of any or either of the parties." এই সব কারণে গোবিন্দপ্রসাদ বুঝিতে পারেন যে এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা তাহার পক্ষে পরিচালনা করা কঠিন। তিনি একজন সাক্ষীও উপস্থিত করিতে পারিতেছেন না যে তাঁহার আর্জ্জিকে সমর্থন করে। মামলার যখন এই অবস্থা তখন ব্রজেন বাবু ও তাঁহার সমর্থক গিরিজা বাবুরা কি করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে রামমোহন যত স্বতন্ত্র ছিলেন বলিয়া বলিয়াছিলেন ততটুকু স্বতন্ত্র তাঁহারা ছিলেন কি না সন্দেহ? তাঁহাদের একমাত্র নির্ভর বাদী গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জি। মামলার একতরফা আর্জ্জি কি ইতিহাসগ্রাহ্য? বিশেষতঃ রামমোহন মিথ্যা কথা বলিতেন এমন প্রমাণ নাই; কিন্তু বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে যে গোবিন্দপ্রসাদ মিথ্যাচার করিয়াছেন তাহার প্রমাণ আছে। গোবিন্দপ্রসাদের মামলা ডিস্‌মিস্ হইলে পর তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী সম্পূর্ণ অন্য কারণ দর্শাইয়া রামমোহনের সম্পত্তি দুর্গাদেবীর অর্থে দুর্গাদেবীর বেনামদার হিসাবে রামমোহন খরিদ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করেন। গোবিন্দ নিজ মামলায় ওইরূপ দাবী করেন নাই, কিন্তু দুর্গাদেবীর

মামলায় দুর্গাদেবীর এই সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবীর তদ্বির করিতে বিরত থাকেন নাই।

গোবিন্দপ্রসাদ দুইটি মামলায় স্বতঃবিরোধী কার্য্য করিয়া ও স্বতঃ-বিরোধী দাবী সমর্থন করিয়া নিজেকে মিথ্যাচারী প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ চাপিয়া গিয়া শুধু গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জিকে মানিয়া লওয়া ঐতিহাসিক সঙ্গত প্রথা নহে; কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে উহা করিতে ব্রজেন্দ্রবাবু কুণ্ঠিত হন নাই। রামমোহনকে খর্ব করিবার জন্য এরূপ অন্যায় করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন তাঁহারা কি ঐতিহাসিক পদবাচ্য?

এই মামলা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রবাবু নির্জ্জলা মিথ্যা উক্তি করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে "কিছু দিন পরে নিঃস্ব হইয়া তিনি (গোবিন্দপ্রসাদ) মোকর্দ্দমা মিটাইয়া ফেলিলেন।" কিন্তু মামলার নথীপত্রে দেখা যায় যে মোকর্দ্দমা মিটমাট হয় নাই, খরচাসহ ডিস্‌মিস্ হইয়াছিল। কোর্টের হুকুম হইল "This Court doth think fit to adjudge order and decree that the said Bill of Complaint in this case do stand absolutely dismissed out of and from this Court with Cost" রায়ের তারিখ ১০ই ডিসেম্বর ১৮১৯। এই সিদ্ধান্তে আসিবার কারণ রায়েই যথেষ্ট দেওয়া আছে। তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি মাত্র, জগমোহনের মৃত্যুর পর গোবিন্দপ্রসাদ জগমোহনের সম্পত্তি একান্নভুক্ত পরিবারের সম্পত্তি বলিয়া জানেন নাই, নিজেই সম্পূর্ণ সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জগমোহনের ওয়ারিশানরূপে জগমোহনের অধমর্ণদিগের নিকট হইতে ঋণের টাকা আদালতের পরওয়ানা বলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগমোহন নিজে যে সমস্ত ঋণ করিয়াছিলেন সেজন্য উত্তমর্ণগণ একাকী

জগমোহনের নামেই নালিশ করিয়াছিলেন। পরিবারের অন্যান্যদের দাবী করা হয় নাই।

"Jagamohan was Separately served as a person separated in pecuniary interests from the other Surving members of the family." জগমোহন যখন সাংসারিকভাবে বিপন্ন, তখন তিনি রামমোহনের সহিত অনেক পত্র ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু "He did not claim or pretend to be entitled to any share proportion of the taluks which were then in the possession of the defendant."

ব্রজেন্দ্রবাবু মামলা পরিচালনে গোবিন্দপ্রসাদ নিঃস্বতার জন্য অপারক হইয়া মিটাইয়া ফেলেন বলিয়াছেন। মামলা যে মিটমাট হয় নাই, ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইল। নিঃস্বতার কথাও যে মিথ্যা তাহারও প্রমাণ আছে। সত্য বটে গোবিন্দপ্রসাদ মামলায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া নিঃস্বতার দাবী দিয়া "Inform pauperies" অর্থাৎ পপারে নালিশ করিবার জন্য ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে এক আবেদন করেন। ২৩শে আগষ্ট রামমোহন তাহার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে গোবিন্দপ্রসাদ নিঃস্ব নহেন। তাঁহার অন্ততঃ বার হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি আছে। তদুপরি গোবিন্দপ্রসাদ যশোদানন্দকে বার শত মুদ্রা ও সাক্ষী বেচারাম সেনকে চারিশত নব্বই টাকা দিয়াছেন। রামমোহন তাহার উক্তির প্রমাণ স্বরূপ দুঃখীরাম মুখোপাধ্যায়, রামসুন্দর ঘোষ, রামপ্রসাদ মণ্ডল, বাসুদেব ঘোষ, মদন ডিগরি ও কেনারাম ডিগরিকে সাক্ষ্য মানেন। ইহাদের সাক্ষ্যে রামমোহনের উক্তির যথার্থতা প্রমাণ হওয়াতে আদালতে গোবিন্দপ্রসাদের নিঃস্বতার দাবী টেঁকে নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু এসমস্ত কথা কোথাও স্বীকার করেন নাই।

এগুলি চাপিয়া গিয়া গোবিন্দপ্রসাদকে নিঃস্ব বলিয়া জাহির করিলেন কি এজন্য যে লোকের এই ভ্রান্তি উৎপাদিত হউক যে অর্থাভাবে গোবিন্দ প্রসাদ তাঁহার মামলার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন নাই ? নতুবা যে গোবিন্দ নিঃস্ব নহেন আদালতে তাহা প্রমাণ হইয়া গেল, তাহাকে নিঃস্ব বলিয়া জাহির করা হইল কেন ?

গোবিন্দপ্রসাদ যে নিঃস্ব ছিলেন না তাহার অন্যান্য বহুতর প্রমাণ আছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নিঃস্বতার জন্য যদি এই মামলা পরিচালন গোবিন্দের পক্ষে অসম্ভব হইয়া থাকে তবে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপ্রসাদের মাতা দুর্গাদেবী রামমোহনের বিরুদ্ধে সম্পত্তি লইয়া পুনরায় মামলা উত্থাপন করিলেন কোথা হইতে ? এই মামলা নিঃস্ব ভাবে দাবী করাতো হয় নাই।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপ্রসাদ অনুতাপমূলক পত্র লিখিলেন, তাহা লইয়া ব্রজেন্দ্রবাবু খুব হৈচৈ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পর আবার ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপ্রসাদ যে দুর্গাদেবীর মিথ্যা মামলায় দুর্গাদেবীর পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন তাহাতে কি ইহা বুঝিতে হয় না যে এই অনুতাপ রাম-মোহনকে ভুলাইবার একটা প্রয়াস মাত্র এবং খরচার ডিক্রী হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দেও গোবিন্দপ্রসাদ বাৎসরিক ৩৩৫৲ খাসের খাজনার সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন ও ওই টাকার খাজনা জমা দিতেছেন তাহার প্রমাণ আছে।

Board of revenue O. C. 17th May 1821 No 7 এ দৃষ্ট হয় যে বর্দ্ধমানের কালেক্টার ডিগবী বোর্ডকে লিখিতেছেন যে,

I beg leave to acquaint you for the information of the board that the sum of sicca Rupee 335, which was due to Government from Govindprosad Roy on account of his

failure in the payment of instalment for the year 1225 B. S. having been paid by him into my treasury a draft for the above amount was transmitted to the Collector of Midnapore under date the 3rd July 1820."

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে আবার দেখিতেছি ২৯শে মার্চ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপ্রসাদের পাওনা ৩৩৫ টাকা চুকাইয়া দেওয়াতে জমি বিক্রয় পরওয়ানা স্থগিদ রাখা হইল।

(Board of revenue proceeding 10th May 1825. No 75.) ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ অবধি যে গোবিন্দপ্রসাদ পিতার এই সম্পত্তি ও পিতামহ প্রদত্ত সম্পত্তির অংশ ভোগ করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণ নিঃসংশয়ে মিলিল অথচ ব্রজেন্দ্রবাবু গোবিন্দপ্রসাদের মামলায় চাতুরী করিয়া নিঃস্বতার দাবীকেই বিনা বিচারে মানিয়া লইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি রামমোহনকে অযথা লোকচক্ষে হীন করা নহে?

মামলা ও তারিণী দেবী

এই মামলা যে তারিণী দেবীর গোপন উৎসাহের ফলেই হইয়াছিল তাহা মনে করিবার কারণ আছে। দেখা যাইতেছে যে মামলা আরম্ভ হইবার আগে রামমোহনকে জাতিচ্যুত করার চেষ্টা হয় ও রামমোহন পৈতৃক গৃহের অংশ ভাগিনেয় গুরুদাসকে প্রদান করিয়া রঘুনাথপুরে বাস করিতে গমন করেন। রামমোহন তারিণী দেবীকে জেরা করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে "Have you not had serious disputes and differences with your son the defendant Ram Mohan Roy on account of his religious opinions and have you not instigated anb

prevailed on your grandson the complainant to institute the present suit against the said defendant as a measure of revenge because the said defendant hath refused to practice the rites and ceremonies of the Hindoo Religion in the manner in which you wish the same to be practised and performed." রামমোহনের সহিত তারিণী দেবী ও গোবিন্দপ্রসাদ প্রভৃতি রামমোহনের ধর্ম্মমতের জন্য সকল সম্পর্ক ছেদ করিয়াছেন কি না, রামমোহনের বৈষয়িক সর্ব্বনাশ সাধন করা ধর্ম্ম একথা তারিণী দেবী বলেন কি না, এমন কি রামমোহনকে হত্যা করাও পাপ নহে, এরূপ উক্তিও করিয়াছেন কিনা এরূপ বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এই সব যথার্থ প্রশ্নের সত্য জবাব দেওয়া ভিন্ন তারিণী দেবীর ন্যায় তেজস্বিনী নারীর উপায় ছিল না। তিনি মামলায় সাক্ষ্য দিতে সপিনা পাইয়াও উপস্থিত হন নাই।

তবে কেন রামমোহন তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্যই নিগৃহীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে ওই জন্য বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহা কেন না বিশ্বাস করিব ?

ব্রজেন্দ্রবাবুরা বলেন যে উহাতে আস্থা স্থাপন করিবার হেতু নাই। এতগুলি ঘটনা ওই অনুমানের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও তাহাতে আস্থা স্থাপন করা চলিবে না অথচ রামমোহনেরই বিরুদ্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে তাহার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র নির্ভরযোগ্য কোনও তথ্য না থাকিলেও তাহাকেই স্বীকার করিতে হইবে ? ব্রজেন্দ্রবাবুদের রচিত ইতিহাস কিন্তু এই প্রণালীতেই রচিত।

ধর্ম্মের জন্য আত্মীয় স্বজন যে রামমোহনের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা রামমোহন গোবিন্দপ্রসাদ মামলা দায়ের করিবার পূর্ব্বেই

বলিয়াছেন। Abridgement of Vedanta পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ ডিগবী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশ করেন। তাহাতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের এক লিখিত পত্র দেওয়া আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে হিন্দু পৌত্তলিকতাব বিরোধিতা করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন।

"was deserted by my nearest relations; I consequently felt extremely melancholy." vt. Col. Fitzecarence তাহার journal of a Route accross India through Egypt to England in the year 1817 and 18 পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, "I have understood that his family have quitted him—that he has been declared to have lost caste......he is moreover, cut off from all familiar and domestic intercourse, indeed from all communications of any kind with his relations and former friends."

রামমোহনের নিজস্ব উক্তি ও ফিজক্লরেন্সের এই উক্তির সহিত বেচারাম সেনের জবানবন্দিতে রামমোহনের জাতিচ্যুত করার কাহিনীর মিল দেখা যাইতেছে। এই ব্যাপারে তারিণী দেবীর হাত ছিল তাহা রামমোহনের প্রশ্ন হইতেই বুঝা যায়। কাজেকাজেই তারিণী দেবীর প্ররোচনাতেই যে তরুণ যুবক গোবিন্দপ্রসাদ মিথ্যা মামলা আনিয়াছিলেন ইহাই ঠিক মনে হয়। রামমোহনের প্রশ্নাবলীর মধ্যে অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে তারিণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

"Have you not made repeated applications to Gocul chandra Bose, Nub kishore Roy and to several other

persons...to give evidenee on behalf of the said complainant আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই আবেদন তারিণী দেবী কি জানিয়া শুনিয়াও করেন নাই যে ওই সকল ব্যক্তি মামলার বিষয় সম্পর্কে কিছুই জ্ঞাত নহেন ও জ্ঞাত থাকিবার তাহাদের কোনও হেতু নাই? এই প্রশ্নাবলী হইতে কি মনে হয় না যে তারিণী দেবী রামমোহনকে জব্দ করিবার জন্যই মামলা করিতেও গোবিন্দপ্রসাদকে প্ররোচিত করেন? তাহা যদি সত্য হয় তবে অ্যাডাম সাহেব ও কারপেণ্টর সাহেব যে বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম মতের জন্য রামমোহনের মাতা বিষয় সম্পত্তি হইতে রামমোহনকে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহাতে ভুল কোথায়?

চতুর্থ অধ্যায়

রামমোহন ও অন্তিম শয্যায় রামকান্ত

দেশপ্রসিদ্ধ কোন মহাজনের সম্পর্কে যদি কোন কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকে, তবে তাহাকে খণ্ডন করিতে হইলে বিশিষ্ট প্রমাণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে একদল গবেষক—বিনা প্রমাণে বা খণ্ডিত কোনও তথ্যাংশের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব অর্পণ করিয়া, রামমোহন সম্পর্কে প্রচলিত কথাগুলিকে উড়াইয়া দিতে চাহেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ বিষয়ে চেষ্টার আর অন্ত নাই। রামমোহন পিতার মৃত্যুর সময় ও ভ্রাতা জগমোহনের সংকারের সময়ে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া যে কিম্বদন্তী আছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া তিনি মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

রামমোহন যে পিতার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন, এ সম্পর্কে নজির হইতেছে রামমোহনের বন্ধু রেভারেণ্ড মিষ্টার উইলিয়াম অ্যাডামের উক্তি। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "রামমোহন রায় কথা প্রসঙ্গে অত্যন্ত আবেগের সহিত আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন।" এই প্রসঙ্গে অন্তিম শ্বাসের সহিত পিতার ইষ্ট দেবতার নাম জপ করার কথাও রামমোহন বর্ণনা করিয়াছিলেন।

রামমোহন যদি একথা না বলিতেন, তবে অ্যাডামের এরূপ পরিষ্কার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হইত না। অথচ ব্রজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে "সরলমতি অ্যাডাম বোধহয় জানিতেন না যে পিতার মৃত্যুকালে রামমোহন বিদেশে ছিলেন।" ব্রজেন্দ্রবাবু এই তথ্যটি পাইলেন কোথায়? যতদূর জানা যায়

তাহাতে ১২১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্দ্ধমানের বাড়িতে রামকান্তের মৃত্যু হয়। এই তথ্য ব্রজেন্দ্রবাবুও স্বীকার করেন। তাহা হইলে মে কিম্বা জুন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হয়। সেই বৎসর ১৩ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ছিল। দেখা যায় যে সেই বৎসর মাত্র মার্চ্চ মাসে রামমোহন উডফোর্ডের অধীনে ঢাকা জালালপুরের (বর্ত্তমান ফরিদপুরের) দেওয়ানী চাকুরী লইয়া সহসা ১৪ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) কর্ম্মে ইস্তাফা দিতেছেন। উডফোর্ড সাহেব উক্ত স্থানের অস্থায়ী কলেক্টর ছিলেন জানিয়াও দেওয়ানীপদে পাকা চাকুরী রামমোহন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য জামিনদারস্বরূপ ভুলসিংহ নামে ফরিদপুর অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে খাড়াও করিয়াছিলেন। সেই ক্ষেত্রে উডফোর্ড বদলি হইতেছেন বলিয়া এই পাকা চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়ার কোনও হেতু নাই ; উক্ত কারণেই তিনি পদত্যাগ করেন এইরূপ অনুমান করিতে হইলে আরও দৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন।

পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়াই মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতার শয্যাপার্শ্বে তিনি উপস্থিত হইবার মানসেই কর্ম্মে ইস্তাফা প্রদান করেন মনে করাই সঙ্গত। তিনি যে কলিকাতা মুখে রওনা হইয়াছিলেন, উডফোর্ডের সহিত তখনই তাঁহার নূতন কর্ম্মস্থানে গমন করেন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে পিতার মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতায় পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করেন। ব্রাহ্মণগণের শ্রাদ্ধ দশ দিনে হয়; সেইজন্য নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে পিতার মৃত্যুর দশদিনের মধ্যে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। পিতার মৃত্যু যদি জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি হইয়া থাকে, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে উপস্থিত থাকা মোটেই অসম্ভব নহে।

রামমোহনের সময়েও যে দশ বার দিনে বর্দ্ধমান হইতে রংপুর যাওয়া সম্ভব ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারিতে গুরুদাসের উপস্থিতিতে রাজীবলোচন গুরুদাসকে রামেশ্বরপুর এক দলিল-

যোগে হস্তান্তর করেন এবং সেই বৎসর ১৮ই জানুয়ারী তারিখে রংপুরে গুরুদাস নিজের মালিকয়ানা বলে এই তালুক রামমোহনের নামে পরিবর্ত্তিত করেন. কাজেকাজেই রঙ্গপুরে ও বর্দ্ধমান যাতায়াতে দশ বার দিনের বেশী সময় লাগে না, বরং কম লাগে।

ব্রজেন্দ্রবাবু স্বপক্ষ সমর্থনে একটি যুক্তি ও একটি তথ্য দিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিচারে তাহাদের মূল্য যাচাই করিয়া দেখা যাউক। ব্রজেন্দ্রবাবুর যুক্তি এই যে, তারিণীদেবীকে জেরা করিবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত প্রশ্নাবলী রামমোহনের তরফ হইতে করা হয় তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই যে, "উল্লিখিত রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে রামমোহন রায় কোথায় ছিলেন, এ বিষয়ে কি জানেন, কি শুনিয়াছেন, কি বিশ্বাস করেন? ঠিক এই ধরণের প্রশ্ন জগমোহন সম্বন্ধেও করা হইয়াছে—তিনি পিতার মৃত্যুর সময় অনুপস্থিত ছিলেন, সেইজন্য মনে হয় রামমোহনও পিতার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন না।" কিন্তু একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলেই ব্রজেন্দ্র বাবু বুঝিতে পারিতেন যে ওই প্রশ্নের উদ্দেশ্য রামমোহনের ও জগমোহনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি প্রমাণের জন্য করা হয় নাই। সম্পূর্ণ প্রশ্ন অনুধাবন করিয়া পড়িলেই স্পষ্টই বুঝা যায় যে ওই প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য এই যে লাঙ্গুলপাড়ায় পিতৃশ্রাদ্ধে জগমোহন ও রামমোহনের অনুপস্থিতির পার্থক্য প্রদর্শন। জগমোহন কারাগারে আবদ্ধ থাকাতে শ্রাদ্ধে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ছিল; তাই মেদিনীপুর জেলে শ্রাদ্ধ করেন ও রামমোহন শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে আস্থাবান না থাকায় সেই শ্রাদ্ধে যোগ না দিয়া ইচ্ছা করিয়াই নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কারণ স্পষ্টই প্রশ্ন করা হইয়াছে যে "যে শ্রাদ্ধ লাঙ্গুলপাড়াতে হইয়াছিল তাহাতে রামমোহন রায় যোগদান করেন নাই বলিয়া আপনি জ্ঞাত আছেন কি? ওই শ্রাদ্ধ

কোন বা কোন কোন পুত্রের নামে নিষ্পন্ন হয়? কলিকাতায় কি নিজ ব্যয়ে রামমোহন ভিন্ন শ্রাদ্ধ করেন নাই?"

রামকান্তের মৃত্যুর সময়ে রামমোহন কোথায় ছিলেন—এইটুকু প্রশ্নেই শেষ হয় নাই; সেই একই সঙ্গে পারিবারিক শ্রাদ্ধের সময় রামমোহন কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে পিতার মৃত্যুর সময় রামমোহন কোথায় ছিলেন প্রশ্ন যেমন করা হইয়াছে, জগমোহন কোথায় ছিলেন সেই প্রশ্নও করা হইয়াছে এবং জগমোহন যেমন উপস্থিত ছিলেন না, এই প্রশ্ন হইতে তেমনই অনুমিত হয় রামমোহনও ছিলেন না। কিন্তু প্রশ্নাবলীতে পিতার মৃত্যুকালীন জগমোহনের অবস্থিতি সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করা হয় নাই; প্রশ্ন করা হইয়াছে কেবল শ্রাদ্ধের সময়ে জগমোহন কোথায় ছিলেন সেই সম্পর্কে। কাজেকাজেই ব্রজেন্দ্রবাবুর যুক্তি অচল। প্রশ্নাবলীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, তাহা জগমোহনের পিতৃশ্রাদ্ধে অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি ও রামমোহনের ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির পার্থক্য দেখাইয়া দেওয়া মাত্র।

এ বিষয়ে অবশ্য একজনের পরিষ্কার সাক্ষ্য আছে। তাহা রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য। তিনি যজমানি করিয়া দিন গুজরাণ করিতেন। তিনি লাঙ্গুলপাড়ার বাড়িতে যাজনের জন্য যাইতেন। ব্রজেন্দ্র বাবু এই "রায়পরিবারের পুরোহিত" রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য রামকান্ত ও জগমোহনের মৃত্যুর সময়ে রামমোহন গৃহ হইতে দূরে বিদেশে থাকিতেন, সে দেশ কোথায় তাহা তিনি অবগত নহেন—এর উপর খুব জোর দিয়াছেন।

এই রাধাকৃষ্ণকে আবার কেহ কেহ দায়ে ঠেকিয়া কুলপুরোহিত পর্যান্ত আখ্যা দিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ যে রামকান্ত বা জগমোহন কাহারও মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিলেন এমন প্রমাণ নাই; তিনি উপস্থিত থাকিলে

তাহা জোর করিয়া বলিতেন। তিনি রামকান্ত ও জগমোহনের মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিলেন কিনা তাহা বলেন নাই, কিন্তু রামলোচনের মৃত্যুর পর যে তিনি সংবাদ না পাইয়া রামলোচনের গৃহে গিয়া শব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। কাজেকাজেই অপর দুইটি ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলেও সেকথা বলিতেন। তিনি শ্রাদ্ধ সময়ের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে "গৃহে একমাত্র সন্তান রামলোচন উপস্থিত ছিলেন, সেজন্য তিনি রামকান্তের শ্রাদ্ধ করেন, জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে শ্রাদ্ধ একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জগমোহন মেদিনীপুরেই শ্রাদ্ধ করেন।" কিন্তু রামমোহন যে নিকটেই ছিলেন, ইচ্ছা করিলে লাঙ্গুলপাড়ার শ্রাদ্ধে যোগ দিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া কলিকাতায় আলাদা শ্রাদ্ধ করেন, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণ করেন নাই। তাহার কারণ রামমোহন যে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এ তথ্যটুকু পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের জানা ছিল না।

এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি যে কতদূর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাহা তাহার একটি উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। তিনি বলিতেছেন, রামমোহনকে ১২০৪ সাল হইতে ১২১০ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ইংরেজি ১৭৯৮ হইতে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে আসিতে দেখিয়াছেন কিনা স্মরণ নাই। যিনি প্রাত্যহিক এই বাটিতে আসা যাওয়া করেন, তাহার পক্ষে এইরূপ সাক্ষ্য কি সম্ভব ? ১২০৬ পৌষ মাসে (২০শে ডিসেম্বর ১৭৯৯) রামমোহন গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয় রাজীবলোচনকে হস্তান্তর করিতেছেন, বাঙ্গালা সরকারের সহিত খাজনা প্রদানের জন্য কিস্তিবন্দী করিতেছেন, রাজীবলোচন গুরুদাসকে সেই সম্পত্তি সম্পর্কে ইকরারনামা দিতেছেন, কাজেকাজেই রামমোহনকে লাঙ্গুলপাড়ায় উপস্থিত থাকিতে হইতেছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দেও যে তিনি আসিয়াছিলেন, তাহাও তারিণীদেবীর প্রশ্নের ধারা হইতে প্রতিপন্ন হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে

তিনি লাঙ্গুলপাড়া তালুক কিনিতেছেন দেখা যায় ; সেইজন্য ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নিশ্চয়ই লাঙ্গুলপাড়া আসিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া রাধামোহনের সাক্ষ্যেই প্রকাশ যে এই তথাকথিত রামকান্তের বাটিতে নিত্য পূজার্থে গমনকারী পুরোহিতটি ওই পরিবারের বিষয় সম্পত্তি বা অন্যান্য ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না। তিনি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "He had not the means of knowing or being acquainted with the affairs and concerns of the said family during the life time of the said Ramcant Roy or since his death other than as such matters became notorious and known to everybody in the neighbourhood" আবার তিনি বলিতেছেন যে বিরলুক ও কৃষ্ণনগর তালুক রাজীবলোচন রায় কিনিয়াছেন, এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে রাজীব নিজের টাকাতেই উহা ক্রয় করিয়াছেন। জগন্নাথ মজুমদার ওই তালুক দুইটির খাজনা আদায় করে বটে, তবে কাহার তরফে তাহা তিনি জানিতেন না। রামমোহনের পিতৃগৃহে নিত্যগমনকারী এই পুরোহিতটি জানিতেন না, যে জগন্নাথ মজুমদার রামমোহনের নায়েব। রামমোহন এই কয় বৎসর কি করিয়াছেন, কোথায় থাকিতেন, কোন সঙ্গতি তাঁহার আছে কিনা তাহাও তিনি জানেন না। রামকান্তের মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত না থাকিয়াও এইরূপ লোক যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া অ্যাডামের নিকট রামমোহনের উক্তি উড়াইয়া দেওয়া সুযুক্তি নহে। রামমোহন বিনা কারণে কোনও লাভের যেখানে সম্ভাবনা নাই সেইরূপ ক্ষেত্রে অকারণ মিথ্যা উক্তি করিবেন কেন ?

সেইজন্য রামমোহন পিতার মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন ধরিয়া লওয়াই সঙ্গত।

পঞ্চম অধ্যায়

দেওয়ান রামমোহন

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিরুদ্ধ মতগুলির উপযুক্ত বিচার না করিয়া কোনও একটি বিক্ষিপ্ত তথ্যকেই উপজীব্য করিয়া কোনও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে যে অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হয়, এই সত্য জানা থাকিলেও বর্ত্তমান কালের অনেক গবেষকই ইচ্ছায় হউক ভ্রম-বশেই হউক, রামমোহন সম্পর্কে বারবার ভুল করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ এক বিক্ষিপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে রামমোহন রংপুরে দেওয়ান ছিলেন না; লোকে ভুল করিয়া তাঁহাকে দেওয়ান রামমোহন বলে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনত চিত্তে রামমোহন চরিত আলোচনা করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনিও এই ব্যাপারে উক্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে এই একই কারণে উপনীত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "Rammohun Roy did not feel disgraced by his removal of the Dewanship, but remained at Rangpur with Mr. Digby for four years and a half longer till the latter was relieved of his office on the 20th July 1814."

ব্রজেন্দ্রবাবুও রামমোহনের রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্ত্তনের কাল জুলাই ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিয়াছেন। একটি বিক্ষিপ্ত তথ্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা হইতেই এইরূপ একটি সিদ্ধান্তে ইহারা উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু রংপুরে যে রামমোহন প্রকৃতই দেওয়ান ছিলেন এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কিছুদিনের

জন্য কলিকাতায় আসিলেও তিনি পুনরায় সরকারী কর্ম্মে রংপুরে যে গমন করিয়াছিলেন ও কলেক্টর মিষ্টার ডেভিড স্কট কর্ত্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রংপুরের দেওয়ান গোলাম সাহু পদত্যাগ করিলে মিষ্টার ডিগবী রামমোহনকে তাঁহার স্থানে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তাহাতে রেভিনিউ বোর্ড রামমোহনের উক্ত পদের যোগ্যতা কি জিজ্ঞাসা করিলে, ডিগবী যে উত্তর প্রদান করেন তাহাতে বোর্ড বলেন যে ফৌজদারী আদালতের অস্থায়ী সেরেস্তাদারী হইতে দেওয়ান পদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না, অতএব দেওয়ানী কার্য্যে অভিজ্ঞ একজন লোককে উক্তপদে বাহাল করা হউক। এই পত্রের উত্তরে মিষ্টার ডিগবী একটি পত্রে রামমোহনের যোগ্যতা সমর্থন করিয়া যে চিঠি লিখেন তাহাতে উক্ত পদে তাঁহাকে বাহাল না করিলে লোকচক্ষে তাঁহাকে অনর্থক হেয় করা হইবে, বিশেষতঃ যখন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে বোর্ড কর্ত্তৃক পূর্ব্বে কোনও সরকারী কর্ম্মে কোনও অভিজ্ঞতা নাই এমন বহু ব্যক্তিকে দেওয়ান করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে আরও অশোভন, বিশেষতঃ রামমোহনের যখন "very superior qualification"—পদ অপেক্ষা অধিক যোগ্যতা আছে—তখন তাঁহাকে বাহাল না করা অন্যায়" এইরূপ কড়া কড়া উক্তি করাতে বোর্ড উক্ত পত্রকে বোর্ডের প্রতি অভক্তি প্রসূত মনে করা হেতু বোর্ড হইতে লেখা হয়—"The board further desire me to inform that they greatly disapprove of the style in which you have addressed them upon present occasion" এবং এইরূপ ঘটনার পুনরুক্তি ঘটিলে বোর্ড "woud certainly feel themselves compelled to take serious notice of any repetition of similar disrespect toward them" তাহাও জানাইয়া দিয়াছিলেন। এ সময়ে রামমোহনের পরিবর্ত্তে মিষ্টার

ডিগবী অন্য একজনকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু এইখানেই উহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। রামমোহন বা ডিগবী সহজে পশ্চাদপদ হইবার লোক ছিলেন না। ইতিপূর্ব্বে রামমোহন ভাগলপুরে আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য যে অপূর্ব্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে এ ক্ষেত্রে সহজে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে উহা তাহার চরিত্রের উপযুক্ত হইত না। রামমোহন যে রংপুরেই দেওয়ান হইয়াছিলেন ও ডিগবীর প্রত্যাবর্ত্তনের পরও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া গোপনীয় রাজকীয় দৌত্য কার্য্যে ভুটানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ সরকারী কাগজ পত্রেই পাওয়া গিয়াছে। রামমোহন যে রংপুরেই দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রথম প্রমাণ মিষ্টার ডিগবীর নিজের সাক্ষ্য। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লণ্ডন নগরী হইতে রামমোহনের ইংরেজী "Abridgment of Vedanta" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার ভূমিকায় মিষ্টার ডিগবী বলিয়াছেন, "He was afterwards employed as Dewan or principal native officer in the collection of revenues, in the district of which I was for five years Collector in the East India Company's Civil Service" ডিগবী রামমোহনকে তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ম্মচারী না বলিয়া স্পষ্টই বলিতেছেন, রামমোহন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে রাজস্ব সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত দেওয়ান ছিলেন। ডিগবীর ভারত ত্যাগের অল্প পরের এই উক্তিকে অবিশ্বাস করিবার কি কোনও যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে? রামমোহনের নিয়োগ সম্পর্কে রেভিনিউ বোর্ড আপত্তি করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাহার নিয়োগ একবার বাতিল হইয়া অন্য ব্যক্তির নিয়োগ ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতেই কি প্রমাণ হয় যে ডিগবীর এই উক্তি সত্য নহে এবং দেশ প্রচলিত অভিধা 'দেওয়ান রামমোহন' ও খাতিরে শুধু বলা উপাধি মাত্র?

সরকারী দপ্তরের প্রমাণ

সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চেষ্টায় দিল্লীর দপ্তরখানা হইতে যে কয়েকটি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত প্রাচীন ঐতিহাসিক পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, রামমোহন যে শুধু রংপুরের দেওয়ান ছিলেন তাহাই নহে, তিনি দৌত্য কার্য্যে তিব্বতের অন্তর্গত ভোটানে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই সময়ে আর একবার তিব্বতেও গিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পত্রগুলিকে 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রাবলী" নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্রগুলির মধ্যে ১১৬নং পত্র ভোটরাজ দেবধর্ম্ম কর্তৃক "কলিকাতার বড় নবাব সাহেব জিউ"কে লিখিত ও ভোটরাজ এবং কুচবিহার রাজের মধ্যে সীমান্ত লইয়া বিবাদ সম্পর্কিত। এই পত্রে স্পষ্টই উক্ত আছে যে, "সেমতে রংপুরের সাহেব দেওন সরে জমিনে আসিয়া দেখিল" (প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রাবলী পৃঃ ১৩৯)। উক্ত পত্রবর্ণিত সাহেব রংপুরের তদানীন্তন কলেক্টর ডিগবী ও দেওয়ান হইতেছেন রামমোহন রায়। তর্ক তোলা যাইতে পারে যে, দেওয়ান যে এই ক্ষেত্রে রামমোহনকেই বুঝাইতেছে তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "কলিকাতার দেওয়ান জীউ যুর্চারিতেষু"কে লিখিত উক্ত দেবরাজার আর একটি পত্রে (পত্র সংখ্যা ১১৭)। এই পত্রে সীমানির্দ্ধারণ সম্পর্কে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে "সে সকল রংপুরের শ্রীযুক্ত কলেক্টার সাহেব শ্রীযুক্ত রামমোহন দেওয়ান সাক্ষাতে জানা আছে।" (পৃঃ পত্রাবলী ১৪১)। কাজে কাজেই পূর্ব্বে উল্লিখিত দেওয়ান যে দেওয়ান রামমোহন রায় তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

কুচবিহারাধিপতি রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে কমিশনার মিষ্টার নরম্যান ম্যাক্‌লাউডকে যে পত্র লেখেন, তাহাতেও "রঙ্গপুরের শ্রীযুক্ত কেল্টেওর সাহেবের দেওয়ান শ্রীরামমোহন রায়" বলিয়া

রামমোহনকে বর্ণিত করা হইয়াছে। রামমোহন দেওয়ান না হইয়া ডিগবীর ব্যক্তিগত কর্ম্মচারী হইলে ভোটরাজ ও কুচবিহাররাজ দেওয়ান রামমোহন বলিয়া তাঁহাকে বর্ণনা করিতেন না ও ময়নাঘাটের সীমানা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য রামমোহন রায়কে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়া দেবধর্ম্ম স্কট সাহেবকে পত্র দিতেন না। রামমোহনের সুবিচারের উপর ভোটরাজের আস্থা জানিয়া ডিগবীর পরবর্ত্তী কলেক্টর স্কট সাহেব রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসুকে সীমা নির্দ্ধারণকল্পে ভোটানে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রেরণ করেন। প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রাবলীতে উদ্ধৃত ১৪০নং পত্রে ভোটরাজ রঙ্গপুরের কলেক্টর স্কট সাহেবকে জানাইতেছেন যে, তাঁহার উকীল রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসুকে অভ্যর্থনা করিতে পারিয়া তিনি আনন্দিত। এই পত্রে আরও বলা হইয়াছে যে, নির্দ্ধারণ চূড়ান্ত ভাবে করিবার জন্য স্কট সাহেব যদি নিজে না আসিতে পারেন, তবে যেন রামমোহন রায়কে পুনরায় প্রেরণ করা হয়।

ভোটানে রামমোহন

রামমোহন ও কৃষ্ণকান্ত ভোটানে সীমা নির্দ্ধারণ ব্যতীত নেপাল-যুদ্ধ-সংক্রান্ত গোপনীয় দৌত্যেও নিযুক্ত হন এবং গোয়ালপাড়া হইয়া বিজনি, ও তথা হইতে সিডলি ও চেরাঙ্গদুয়ারের পথে পাঁচু মাচু উপত্যকা পার হইয়া ভোটানের পুনাখে গিয়া পৌছান। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্টের শেষাশেষি তাঁহারা ভোটসীমান্ত চেরাঙ্গে পৌছান। ১৩ই ভাদ্র তারিখের এক পত্রে দেবরাজ লিখিয়াছেন, "তোমার উকীল চেরাঙ্গদুয়ারে পৌছিয়াছেন, তাহাকে আনিতে রহাদারী পাঠাইয়াছি।" কৃষ্ণকান্তের যে ডায়েরী স্কট অনুবাদ করিয়াছিলেন ও ইডেনের গ্রন্থে যাহা পুনঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা ভোটানে

প্রবেশ করিতেছেন। কাজে কাজেই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন সরকারী কাজেই নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ডিগবীর অবকাশ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করেন বলিয়া যে গবেষণা ব্রজেন্দ্রবাবু করিয়াছেন এবং ডাক্তার মজুমদার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহা ঠিক নহে। রামমোহন ১৮১৪ খৃঃ পূর্ব্বেও যে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় কর্ম্মব্যপদেশে আসিতেন সেইরূপ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আসিয়া থাকিবেন, কিন্তু তখনও স্থায়ীভাবে তিনি কলিকাতায় বাস আরম্ভ করেন নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরূপেই তিনি রংপুরে বাহাল ছিলেন ও স্কট সাহেব তাঁহাকে ও কৃষ্ণকান্ত বসুকে যে অতি গুরুত্বপূর্ণ দৌত্য কার্য্যে ভোটানে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। সেইজন্য রামমোহনের স্থায়ী ভাবে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভের কাল ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া যে লোকশ্রুতি চলিয়া আসিতেছিল তাহাই ঠিক এবং ব্রজেন্দ্রবাবু নির্দ্ধারিত ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ ভুল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অলকমঞ্জরীর সহমরণ ও রামমোহন।

সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন সৃষ্টির প্রেরণা যে রামমোহন রায়ের মনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সহমরণ দেখিয়া জাগিয়াছিল, রামমোহন চরিতকার তাহা লিখিলেও ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কাহিনী অস্বীকার করিতে চাহেন।

তাহার যুক্তি এই—১। জগমোহনের মৃত্যুকালে রামমোহন যে স্বগ্রামে ছিলেন না তাহার প্রমাণ আছে। ২। রামমোহনের পরিবারে সহগামিনী হইবার রেওয়াজ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

জগমোহনের মৃত্যুসময়ে রামমোহনের স্বগ্রামে উপস্থিত না থাকিবার প্রমাণস্বরূপ ব্রজেন্দ্রবাবু দুইটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন,—১। "জগমোহনের মৃত্যুর সংবাদ রামমোহন ও গুরুদাস গুরুদাসের পিতার একটি পত্র হইতে জানিতে পারেন, একথা গুরুদাসের জবানবন্দী হইতে আমরা জানিতে পারি।" ব্রজেন্দ্র বাবুর এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্য নহে। তিনি গুরুদাসের জবানবন্দিতে গুরুদাসের পিতার পত্রদ্বারা গুরুদাস ও রামমোহন যে জগমোহনের মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারেন বলিয়া লিখিয়াছেন, মূল জবানবন্দিতে রামমোহনের উহা জানিবার কথা নাই, উহা ভ্রম বশতঃই হউক বা উৎসাহের আতিশয্যে দৃষ্টিভ্রমবশতঃই হউক ব্রজেন্দ্র বাবু সংযোগ করিয়াছেন। মূল জবানবন্দিতে আছে যে "Saith that the said Juggamohon Roy departed this life at Nangulparah in the Bengal year one thousand

and two hundred and eighteen which Communication was made to this deponent by a letter from his father and sent to him at Rongpore where this deponent then was" গুরুদাস কেবল মাত্র নিজে জ্যেষ্ঠ মাতুলের মৃত্যুসংবাদ কি উপায়ে পাইয়াছিলেন, সেই কথাই বলিয়াছেন, সেই পত্র পাইবার কালে রামমোহন কোথায় ছিলেন তাহার কোনই উল্লেখ নাই।

রামমোহন যে রংপুর হইতে কলিকাতাদিতে মধ্যে মধ্যে আসিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। জগমোহনের মৃত্যুর সময়ে তিনি যে কলিকাতা বা লাঙ্গুলপাড়ায় আসেন নাই তাহার প্রমাণ কি? ব্রজেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে জগমোহনের মৃত্যুর সময় ও তাহার পরবর্ত্তী দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সুদূর রংপুরে ছিলেন এবং সেই জন্যই ইহা সুনিশ্চিত যে রামমোহন জগমোহনের দাহ সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু এখানে ভুল করিয়াছেন। রামমোহন যে ১৮১১ ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লাঙ্গুলপাড়ায় গিয়াছিলেন, তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। প্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হইল ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ রায়ের জন্ম। রামমোহনের কোনও পত্নী রংপুরে গমন করেন নাই; রমাপ্রসাদের জননীও না; তিনি লাঙ্গুলপাড়াতেই থাকিতেন। কাজে কাজেই রামমোহন এই সময়ে লাঙ্গুলপাড়ায় বাস না করিলে রমাপ্রসাদের জন্ম সম্ভব হইত না। দ্বিতীয় প্রমাণ সরকারী দলিল হইতেই পাওয়া যায়।

এই সময়ে রংপুরে দেওয়ানী পদে রামমোহনকে বাহাল করিতে বোর্ড অস্বীকার করাতে রামমোহন অস্থায়ীভাবে কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন। রামমোহন সহজে হার মানিবার পাত্র ছিলেন না। সেইজন্য ১৮১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দেওয়ান পদে পাকা না হওয়াতে তাহার পর এই সম্পর্কে তদ্বির করিতে কলিকাতা আসা রামমোহনের পক্ষে স্বাভাবিক। এই সময়ে

গুরুদাসও কলিকাতা ও বর্দ্ধমান আসিয়াছিলেন। কারণ দেখা যাইতেছে, ১২১৮ বঙ্গাব্দে (১৮১২ জানুয়ারি মাসে) রাজীবলোচন রায় ও গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের যুক্ত আবেদনক্রমে রাজীবলোচন গুরুদাসের রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর পরগণাতে নাম জারি করিয়া তাহার মালিকানা সাব্যস্ত করিবার জন্য বর্দ্ধমানের কালেক্টরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহনের মামলায় গুরুদাস সাক্ষ্য দিতে বলিয়াছেন, that in the Bengallee year one thousand two hundred and eighteen (April 1811—March 1812) the said talooks were by the joint application of the said Rajiblochan Roy and of him, this deponent entered in the name of him this deponent in the books of the said Collector." উক্ত দলিল সম্পাদনের তারিখ ৬ই জানুয়ারি ১৮১২ এই দলিল মামলায় Exhibit D রূপে উপস্থিত করা হয়। এই দলিল সম্পাদন কালে গুরুদাস উপস্থিত ছিলেন ও রাজীবলোচনের সাক্ষ্যে জানা যায় যে উহা সম্পাদিত হয় রামমোহনের ইচ্ছাতে। তাহার পর ১৮ই তারিখে নিজের মালিকানার বলে গুরুদাস রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর রামমোহনের নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া রংপুরে এক দলিল সম্পাদন করেন। গুরুদাস রংপুরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন ও জ্যেষ্ঠ মাতুল জগমোহনের মৃত্যু তাহার চারিমাস পরে যখন ঘটে তখনও রংপুরে ছিলেন, কিন্তু রামমোহন যে সেই সময়ে রংপুরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এমন কোনই প্রমাণ নাই।

এই সময়েই রামমোহন রঘুনাথপুরের শ্মশান ঘাটে আপনার বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। Miss Collet জগমোহনের মৃত্যুবৎসর ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন; কেহ কেহ ১৮১০ খৃষ্টাব্দেও লিখিয়াছেন। কিন্তু জগমোহনের পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ

রামমোহনের বিরুদ্ধে যে মামলা আনিয়াছিলেন তাহার আর্জিতে ১২১৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাস "answering to the months of March and April in the year of Christ one thousand eighteen hundred and twelve."(গুরুপ্রসাদ রামমোহনের খুল্লতাত ভ্রাতা) জগমোহনের মৃত্যু তারিখ ওই বলিয়াছিলেন।

রামমোহন যে ১৮১২ খৃষ্টাব্দ হইতেই সতীদাহ নিবারণে সচেষ্ট হন, তাহার অন্য প্রমাণ এই যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখে "বেঙ্গল হারকরা" পত্রিকায় শ্রীমতী ফ্রান্সিস কীথমার্টিন সতীদাহ নিবারণ কল্পে রামমোহনের প্রচেষ্টার কাহিনীর উল্লেখ করিতে গিয়া ভারতীয় বিধবাগণ যেন না ভুলেন যে

"glowing simpathy, intelligence and fearlessness displayed through a course of eighteen years, by their great and at length successful advocate Ram Mohun Roy"

এই কথা লিখিয়াছেন, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের শেষে এই পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহার অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব হইতে রামমোহনের চেষ্টার আরম্ভ হইলে এই ১৮১২ খৃষ্টাব্দেই হয়। শ্রীমতী মার্টিন রামমোহনের আঠারো বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার কথা বলিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে ওই ১৮১২ খৃষ্টাব্দেই রামমোহনের পরিবারে সতীদাহরূপ মর্মান্তিক ক্লেশজনক ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল। সেই সূত্রেই তাঁহার চিত্তে আন্দোলন যে জাগে বলিয়া কিম্বদন্তী আছে, তাহার সহিত শ্রীমতী মার্টিনের উক্তির সামঞ্জস্য দেখিতেছি। মণ্টোগোমারী মার্টিন রামমোহনের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের Court Journal -এ রামমোহনের যে পরিচিতি প্রকাশ করেন তাহাতেও সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপি সাধনার

কথা বলিয়াছেন। It will be sufficient to observe that Rammohun Roy labouring eighteen years with his pen and purse to abolish the infernal rite of widow-burning .

রাধানগরে এখনও সতীস্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। স্থানীয় প্রবচন এই যে এই স্থানেই জগমোহনের পত্নী অলকমঞ্জরী সহমৃতা হন। এই কিম্বদন্তী অবিশ্বাস করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ব্রজেন্দ্র বাবু দেন নাই; কেবল বলিয়াছেন যে রামমোহন-পরিবারে সতীদাহের রেওয়াজ ছিল বলিয়া মনে হয় না। সে রেওয়াজ না থাকিলেও সেই পরিবারের কোনও একজন সহমৃতা হইতে পারিবেন না, এমন কি স্থিরতা আছে? রামমোহনের পরিবারে সহমৃতা হওয়াও যে রেওয়াজ ছিল, তাহার প্রমাণ "সমাচার চন্দ্রিকা" হইতেই পাওয়া যায়। সতীদাহ নিবারণের পক্ষে অনেক হিন্দুর মত আছে এইরূপ উক্তির উত্তরে চন্দ্রিকা বলিতেছেন, বেঙ্গল হরকরায় একমাত্র রামমোহনের সমর্থন দৃষ্ট হয়, কিন্তু "তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা অনেক হিন্দুর মত কি প্রকারে সম্ভবে, যদি বল তাঁহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও কদাচ নহে কেন না তাঁহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্ম কর্ম যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন, ইহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাঁহার মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম ভাগ: পৃ: ২৯০)। চন্দ্রিকা স্পষ্টই বলিয়াছে যে রামমোহনের বংশের আচার ধর্ম কর্ম সতীদাহের বিপক্ষে ছিল না বরং রামমোহনের মতের বিপরীত অর্থাৎ পক্ষেই ছিল।

কাজে কাজেই রামমোহনের বংশে সতীদাহের রেওয়াজ ছিল না।

অতএব অলকমঞ্জরীর সহমৃতা হওয়ার কাহিনী অলীক গল্প, ব্রজেন্দ্র বাবুর এই সিদ্ধান্ত অচল।

ব্রজেন্দ্র বাবু রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যের উপর অত্যন্ত নির্ভর করিয়াছেন। এই সাক্ষীটির সাক্ষ্য কিন্তু আদৌ নির্ভর যোগ্য নহে। তাহার নিজস্ব উক্তিই প্রমাণ করে যে তিনি রামমোহনের পরিবার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানিতেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

"He had not the means of knowing or being acquainted with the affairs of and concerns of the said family either during the life time of said Ram Caunt Ray or since his death other than as such matters became notorious and known to every body in the neighbourhood." তাহার পর আরও বলিতেছেন যে "he was not acquainted with the concerns dealings transactions or property of any or either of the parties in the life of these interogatroics named or the father and brother of the deponant" জগমোহন কতদিন ও কি কারণে মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ ছিলেন তাহার সম্পর্কেও কোনও জ্ঞান এই "কুল পুরোহিত (?)" টির ছিল না। এহেন সাক্ষী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে রামকান্তের মৃত্যুর সময় সাক্ষী নিজেই লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন না। অতএব বর্দ্ধমানে মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে রামমোহন উপস্থিত ছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে রাধামোহনের উক্তির যে কোনও মূল্য নাই, তাহা কি ব্রজেন্দ্র বাবুর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পড়ে নাই? জগমোহনের মৃত্যুর পরেও রাধাকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন না, কেবল রামলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছিল ও তিনি শবদেহ দেখিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষ্যে বলিয়া-

ছিলেন; যিনি জগমোহনের শব পর্য্যন্ত দেখেন নাই, দাহ-সময়ে কে উপস্থিত ছিলেন বা না ছিলেন, তাহা কি তাহার উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে ?

ব্রজেন্দ্রবাবুর এই প্রমাণটি মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে এবং উহার উপর গুরুদাসের সাক্ষ্যে যাহা নাই, তাহাই সাক্ষ্যে আরোপ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু যে সৌধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি একেবারেই না থাকাতে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

১৮১২ খৃষ্টাব্দ হইতে সতীদাহ নিবারণ প্রথায় রামমোহনকে নিয়োজিত হইতে দেখিলে ব্রজেন্দ্রবাবুর 'হীরো' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের জনক করা চলে না বলিয়াই কি ব্রজেন্দ্রবাবু এইরূপ কুযুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন ?

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী তাগিদে সরকারী চাকর হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় অন্যান্য পণ্ডিতের সাহচর্য্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বলে কি মৃত্যুঞ্জয়কে আন্দোলনের জনক বলা চলে ? তাহার বহু পূর্ব্বেই যে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে একবার ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে আর একবার নিজামৎ আদালতের পণ্ডিতবর্গ অনুরূপ অভিমত প্রদান করিয়াছেন। তবে তাহারাই বা জনক না হইয়া মৃত্যুঞ্জয় জনক হইবেন ?

রামমোহন যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে সতীদাহ পুস্তিকা বাহির করিবার পূর্ব্বেই সতীদাহ নিবারণ প্রচেষ্টায় কার্য্যরত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের এসিয়াটিক জার্ণালে শ্মশান ঘাটে গমন করিয়া সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের চেষ্টার একটি পরিচয় দেওয়া আছে। মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ড হইতে প্রকাশিত কাগজে যে ব্যাপারের বিবরণ বাহির হয় তাহা ভারতে অন্ততঃ তিন চারি মাস পূর্ব্বে না ঘটিলে সে সময়ে প্রকাশ হওয়া সম্ভব ছিল না। অতএব ঘটনাটি ১৮১৭

খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগের। এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে রামমোহন পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বেই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কাজে কাজেই সরকারী দপ্তরখানার জন্য প্রদত্ত ও সাধারণের নিকট তখন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত, '১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমতকে সতীদাহ আন্দোলন মনের ঔদার্য্যে আরম্ভ করিবার প্রমাণ স্বরূপ খাড়া করা চলে না।

যে সময়ে সরকারী আদেশে প্রদত্ত মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমত কেবল সরকারী মহলেই বলা হয় সেই সময়ে রামমোহন নিজে সতীদাহ নিবারণ প্রচেষ্টায় কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে রত। একজন তাঁহার পূর্ব্বগামী বহু-পণ্ডিতের ন্যায় সরকারী আদেশে আইনের ব্যাখ্যা দিয়াই ক্ষান্ত, অপর জন ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নিজের জীবনে যে ব্যাথা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই বেদনা হইতে মুক্তি লাভের জন্য কর্ত্তব্য সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্তে অবতীর্ণ। এই দুইজনের তুলনা চলে কি ?

সপ্তম অধ্যায়

রাজারামের পরিচয়

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রে কলঙ্কারোপের যতগুলি অপচেষ্টা চলিয়াছে তন্মধ্যে তাঁহার পালিত পুত্র রাজারামকে তাঁহার ঔরসে তাঁহার তথাকথিত এক মুসলমান প্রণয়ীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া প্রচারের চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত অপচেষ্টা।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় এই অপবাদ প্রদানে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী এবং যত প্রকার সম্ভব অপযুক্তি প্রয়োগে উহা প্রতিপন্নের চেষ্টা তাহারা বহুকালাবধি করিয়া আসিতেছেন। তাহারা বহু কুযুক্তি, তথ্য বিলোপাদি প্রভৃতি তাহাদের পরিচিত নীতির সাহায্যে প্রথমে প্রমাণ করিতে চাহেন যে রামমোহনের ইংলণ্ডে সহগামী ভৃত্য সেখ বক্‌সু ও রাজারাম অভিন্ন এবং সেইজন্য সংবাদপত্রাদি ও পাস-পোর্ট প্রভৃতিতে Rammohun Roy, son and four servants-এর পরিবর্ত্তে Rammohun Roy, son and servants বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রমাণ করিতে চাহেন, যেহেতু রামমোহন, সেখ বক্‌সু, রামহরি ও রামরত্ন ভিন্ন আর কাহারও নাম Order of reception এ পাওয়া যায় নাই, সেই হেতু রাজারাম এবং সেখ বক্‌সু অভিন্ন; কিন্তু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয় বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন পাস-পোর্টে সেখ বক্‌সু ও রাজারামের প্রত্যাবর্তন হইতে ইহারা যে দুই জন ভিন্ন ব্যক্তি তাহা প্রমাণ করিয়া দিবার পর যখন ঐ যুক্তি আর চলে না দেখিলেন, তখন রাজারামের বৃত্তান্ত বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে তাহা

গালগল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া তাহাকে মুসলমান বংশ সম্ভূত বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা আজও ছাড়েন নাই।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সেখ বক্সু 'জেনোনিয়া' নামক জাহাজে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন ওয়েন সাহেব তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের যে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন তাহা এই—This is to certify that a mahomedan native servant named Buxsheo. was sent on board the Zenobia in London by Messrs Richards Macintosh and Co the agents of Raja Ram Mohun Roy, whom he attended home and in England and that he has been landed in Calcutta from the vessel (vide public Consulations (Home) 19 April No 37.) ব্রজেন বাবু যে order of reception-এর বলে সেখ বক্সু ও রাজারামকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ছিলেন, তাহা যদি তিনি যত্ন করিয়া পড়িতেন তবে দেখিতেন যে তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে Ramratan Mookerjee—Hari Charan Dass nnd Sheik Bakshu proceeding to England in attendance of Rammohun Roy on the Albion. যে রাজারামকে সমবিহারী সন্তান বলিয়া সংবাদ পত্রাদি বলিতেছেন, সেই বালক যে on attendance রামমোহনের সঙ্গীরূপে যাইতেছেন তাহা সম্ভবপর নহে। এখানে স্পষ্টই সঙ্গের চাকরগুলির order of reception মাত্র। রাজারামের order of reception নিশ্চয়ই অন্য ছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে, ব্রজেন্দ্র বাবু রামমোহনের order of reception দিতে পারেন নাই; তাহাতে যে রাজারামেরও ছিল না তাহার নিশ্চয়তা কি?

তবে বক্সু ও রাজারাম যে এক ব্যক্তি নহেন তাহা নিশ্চিত। বক্সু

১৮৩৩ এর ৭ই ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে এ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ও রাজারাম্ ফিরিয়াছেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের পর।

রামমোহনের মৃত্যু-শয্যা পার্শ্বে রাজারাম, রামহরি ও রামরত্নের উপস্থিতির কথা জানা যায় কিন্তু সেখ বক্স্থুর উপস্থিতি জানা যায় না। ইহা হইতে ব্রজেন্দ্র বাবু রাজারামের ও সেখ বক্স্থুর অভিন্নতার দ্বিতীয় প্রমাণ খাড়া করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র বাবু সরকারী দপ্তর একটু ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন যে রামমোহনের মৃত্যু-সময় ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের প্রায় নয় মাস পূর্ব্বেই সেখ বক্স্থু ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই জন্যই মৃত্যু-শয্যা পার্শ্বে তাহার উপস্থিতির সম্ভাবনা আদৌ ছিল না ও রাজারামের উপস্থিতিই অপর পক্ষে এই দুই জনেই যে ভিন্ন ব্যক্তি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। নিজের মনে পূর্ব্ব হইতে একটি সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া লইয়া যুক্তি তর্কের সাহায্যে তাহাকে দাঁড় করাইতে চেষ্টা পাইলে এইরূপ বিড়ম্বনা যে অনেক ক্ষেত্রে ভোগ করিতে হয় ব্রজেন্দ্র বাবুর তাহা জানা উচিত ছিল।

যাহা হৌক, সেখ বক্স্থু ও রাজারাম ভিন্ন ব্যক্তি প্রমাণিত হইলেও রাজারাম রামমোহনের মুসলমানী প্রণয়ীর গর্ভজাত সন্তান, এই ধারণা কোন প্রমাণ না থাকিলেও ব্রজেন্দ্র বাবু সহজে ছাড়িতে চাহেন না; সেইজন্য তিনি বলিতেছেন যে কার্পেন্টারের পুস্তকে রাজারামের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহা আদৌ বিশ্বাস যোগ্য নহে; উহা রামমোহনের মৃত্যুর অনেক পরে রচিত।

সমসাময়িক কোনও কাগজে নাকি ঐরূপ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ডাক্তার কার্পেন্টার তাঁহার যে বৃত্তান্ত রিভিউতে প্রকাশ করেন তাহাতে কোনও সংশোধন প্রয়োজন আছে কি না তাহা

জানিতে চাহিলে ভারতবর্ষ হইতে এক ইংরেজ বন্ধু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কার্পেণ্টারকে যে পত্র লিখিলেন তাহাতে স্পষ্ট আছে—'The boy Rajah whom he took with him to England is not his son, not even an adopted son according to the Hindoo form of adoption; but a destitute orphan whom he was led by his circumtances to protect and educate." তিনি আরও বলিয়াছেন যে Mr. Dick-এর নিকট হইতে রামমোহন রাজারামকে পান ; যে সূত্রে ঘটে তাহার সম্বন্ধে পত্র লেখকের স্মৃতি খুব স্পষ্ট এবং "by recollection is confirmed by others" বলিয়া তিনি তাঁহার স্মৃতি-কাহিনীকে দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছেন। সাদারল্যাণ্ড সাহেব রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ইংলণ্ডে একই জাহাজে গমন করেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর তিনি যে রামমোহনের পরিচয় Literary Gazetteএ প্রদান করেন এবং যাহা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারির India Gazette-এ উদ্ধৃত হয়, তাহাতেও দেখিতেছি তিনি রাজারামকে adopted son বলিয়াছেন। Montgomery Martin Court Journal-এ রামমোহন পরিচিতিতে বলিয়াছেন, তিনি দুই পুত্র, এক পত্নী ও একটি পালক পুত্র রাখিয়া যান। তবুও ব্রজেন্দ্র বাবুরা বলিয়াছেন, এ কাহিনী সেকালে অবিদিত ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রাজারাম সরকারী দপ্তরখানায় কেরানীর পদ লাভ করিলেন, তখনই সংবাদপত্রে রাজারামের প্রকৃত পরিচয় এবং কি সূত্রে রামমোহন কর্তৃক তিনি পালিত হইতে লাগিলেন তাহা প্রকাশিত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই তারিখের সমাচার দর্পণে 'আগ্রা আকবর' নামক পত্র হইতে রাজারামের পরিচয় উদ্ধৃত করা হয়। তাহাতে আছে—"প্রথমে ঐ বেচারা পিতৃ মাতৃ-বিহীন হওয়াতে সিবিল সম্পর্কীয় শ্রীযুক্ত ডিক সাহেব কর্তৃক প্রতিপালিত

হইয়াছিলেন ঐ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের অতি প্রণয় প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তর পরে তাহাকে রায় পোষ্য পুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন ।"

ব্রজেন্দ্র বাবুর এই সংবাদটি অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে ; কেন না, তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথায় দ্বিতীয় ভাগে ৩৬০ পৃষ্ঠায় উহা প্রদত্ত হইয়াছে। সমসাময়িক এই উক্তির যে কোনও প্রতিবাদ সেই সময়ে হইয়াছিল, এমন প্রমাণ ব্রজেন্দ্র বাবু প্রদান করেন নাই। তখন শুধু বিরুদ্ধবাদী গ্লানি প্রচারক 'দ্বিজরাজের খেদোক্তি' নামক বেনামী রচনার উপর রাজারামকে যবনী গর্ভজাত সন্তান এইরূপ নিদ্ধারণে উপস্থিত হওয়ার কোনই সদ্যুক্তি নাই।

এই বৎসরের ১৭ই মে Calcutta Courier-এ রাজারামের এক পরিচয় আছে। Courier সম্পাদক রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং Courier-এ রামমোহন সংক্রান্ত বহু সংবাদ পাওয়া যায়। Courier এর সংবাদটি Asiatic Journal এর Vol. xxi Dec. 1836 Asiatic Intelligence বিভাগের ২২২ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। Courier বলিয়াছেন, The English papers say that a writer-ship has been given by Sir Jhon Hobhouse to the young Hindoo in England, whom they describe as Rammohun Roy's son. The Rajah has a son in their country, but the individual who has been favoured by the president of the Board of Control, is we believe not even was an adopted son of the late Rajah. We are informed that he was picked up at the Hardwar fair by Mr. Dick, who took care of him until he went home, when he transferred to the charge of his friend

Rammohun, who grew attached to the child. took him to England but never formally adopted him aa a son."

কুরিয়ার, আগ্রা আকবর ও সমাচার দর্পণকে অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? ব্রজেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, ডিক্ নামক কোনও কর্ম্মচারীর নিকট রামমোহনের রাজারামকে পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এই সম্ভাব্যহীনতা কি ঐ সব পত্রিকার সম্পাদকগণ বেশী জানিতে পারিতেন না? ব্রজেন্দ্র বাবু কি সকল কর্ম্মচারীর তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন? ইংলণ্ডে উপস্থিতির প্রথম কালে বিদেশের লোকের নিকট রাজারামের বয়স তের চৌদ্দ বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার বয়স আঠারো হওয়া অসম্ভব নহে। রামমোহনকে মার্সম্যান্ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়স্ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও তখন তাঁহার বয়স ছিল ৪৬। রাজারামের বয়স তখন ১৮ বৎসর হইলে রাজারামকে Sir Robert Keith Dick-এর হরিদ্বার হইতে লইয়া আসা বিচিত্র নহে। ডিকের সহিত রামমোহনের প্রণয় ছিল। কাইথ ডিক যখন গাজিপুরে কাজ করিতেন তখন সেই ফ্যাক্টরীর কর্ত্তা ছিলেন রামমোহনের বন্ধু স্যার অ্যাণ্ড্রু র‍্যামজে। র‍্যামজের সূত্রে ডিকের সহিত রামমোহনের আলাপ সম্ভব। ডিক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বাস্থ্যহীনতার জন্য কর্ম্মে ইস্তফা প্রদান করেন। এই সময়ে ইনি সিলেটে কর্ম্মনিরত ছিলেন এবং নিকটে রংপুরে রামমোহন কাজে রত ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে যদি ডিক্ রাজারামকে প্রায় দুই বৎসর বয়স্ক শিশু হিসাবে রামমোহনকে প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড যাইবার কালে রাজারামের বয়স ১৮ বৎসর হয়। এই বয়স হওয়াই স্বাভাবিক। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজারাম

ইংলণ্ডের সরকারী দপ্তরখানায় চাকুরীতে বহাল হন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে জন্ম হইলে সেই সময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর হয়। কিন্তু কিম্বদন্তী বা মিস্ কলেটের অনুমান ইংলণ্ডে যাত্রা কালে রাজারামের বয়স ১৩ বা ১৪ হইলে চাকুরী গ্রহণের সময় ১৮। ১৯ বৎসর মাত্র হয়। সরকারী চাকুরী প্রাপ্ত বয়স্ক না হইলে অর্থাৎ ২১ বৎসর পূর্ণ না হইলে কেহ বহাল হয় না। কাজে কাজেই রাজারামের জন্ম ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই হইয়াছে এবং ইংলণ্ডে যাইবার সময় তাহার বয়স ১৪ বৎসরের বেশী ছিল।

বেঙ্গল হরকরায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের স্কুলের যে বিবরণ আছে তাহাতে দেখা যায় তখন রমাপ্রাদ রায় ও রাজারাম একসঙ্গে পড়িতেছেন। কাজে কাজেই দুইজনের বয়স কাছাকাছি বলিয়াই মনে হয়। রমাপ্রসাদের জন্ম ১৮১২।

কাজে কাজেই ব্রজেন্দ্র বাবু যে সমস্ত তর্কের বলে রবার্ট কাইথ ডিকের নিকট রাজারামকে পাওয়া অসম্ভব বলিয়াছেন তাহার ভিত্তি দৃঢ় নহে, এবং তাঁহার নিকট হইতেই রাজারামকে পাওয়া গিয়াছে মনে করাই সঙ্গত।

রাজারামকে মুসলমান প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর একটি অনৈতিহাসিক তথ্যের উপর ব্রজেন্দ্র বাবু ও গিরিজা বাবু খুব নির্ভর করেন। তাহা এই যে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসার পর রাজারামের আর কোনই সন্ধান নাকি মেলে না; হিন্দু সমাজে আশ্রয় না পাওয়াতে নাকি তিনি মুসলমান সমাজেই মিশিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই এই সন্ধান মেলে না।

আমরা কিন্তু দেখিতেছি রাজারামের সন্ধান পাওয়া মোটেই কঠিন নহে। তিনি সম্ভ্রান্ত অতিথিরূপে ভদ্র সমাজে নিমন্ত্রিত হইতেছেন; তত্ত্ববোধিনী প্রমুখ সভাতে মাননীয় সদস্যরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং ভারত সরকারের অধীনে দায়ীত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তিনি কোথায়ও কোন মুসলমানী নামে পরিচিত

হন নাই; রাজারাম নামেই ভদ্রসমাজে ও সরকারী দপ্তরে পরিচিত থাকিতেছেন।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে কলিকাতার শোভা-বাজারের অধিবাসী রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের বাটিতে এক প্রীতি সম্মিলনীর যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাঁহাতে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে রাজারাম রায়ের নাম আছে। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যদি তিনি ভদ্র হিন্দু সমাজে আদৃত না হইতেন তবে এইরূপ নিমন্ত্রণ সম্ভব হইত না এবং সংবাদ পত্রে উপস্থিত ব্যক্তির তালিকাতে তাহার নাম পাওয়া যাইত না। ১৮৪০ এর Asiatic Journal-এ প্রদত্ত একটি সংবাদ হইতে জানা যায় যে রাজারাম রায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অতি দায়িত্বপূর্ণ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। সংবাদটি এই :—

Mr. Torrens, it is said, has given a post examiner in secret and political department of Rs. 200/- a month in his office to the adopted son of the late Rammohun Roy (Vide A. J. September to December 1840. intelligence p. p. lo) সেকালে মাসিক দুইশত টাকা বেতন অতি অল্প লোকই পাইতেন এবং এই বেতন সেকালে টাকার মূল্য হিসাবে উচ্চ বেতন বলিয়াই পরিগণিত হইত। 'গুপ্ত ও রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগে উচ্চ পদে নিয়োগ হইতে প্রমাণিত হয় যে রাজারামের প্রতি সরকার পক্ষের বেশ বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাস ইংলণ্ডে অবস্থান কালে সরকারী কর্ম্মচারীরূপে নিয়োজিত থাকা কালে তিনি অর্জ্জন করিয়া থাকিবেন।

Henry Whitelock Torens ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে Deputy Secretary to the Government of India and Bengal in the secret and political departments and to the Gorvern-

ments of India legislative' Judicial and revenue departments-এ নিযুক্ত হন। তাহার নিয়োগের অল্প পরেই তিনি রাজারামকে চাকুরীতে বহাল করেন।

ইহার পর সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সদস্য হিসাবে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে উহার মুদ্রিত রিপোর্টে রাজারাম রায়ের নাম পাওয়া যায়। * ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর হিন্দু কলেজ ও রামমোহনের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদিগের জ্ঞানালোচনার জন্য এই সভা সৃষ্ট হইয়াছিল। মুসলমানীর সন্তান বলিয়া মুসলমান সমাজে বিলীন হইয়া যাওয়াতে তাঁহার আর পরিচয় পাওয়া যায় না. এই উক্তি ইহা হইতেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সভায় তিনি রাজারাম রায় নামেই পরিচিত বলিয়া সদস্যরূপে গৃহীত হইতেন।

তাহার পর রাজারামের পরিচয় আমরা পাই তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পর্কে। এই সভার প্রথম মুদ্রিত রিপোর্ট বাহির হয় ১৭৫৯ শকের অগ্রহায়ণ মাসে। উহার ১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তক, ১৭৬৮ শক ইংরেজী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ। এই পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় সভ্যদের তালিকায় রাজারাম রায়ের নাম পাওয়া যাইতেছে এবং যেখানে সাধারণতঃ লোকে বাৎসরিক দুই তিন টাকা চাঁদা দিতেছেন সেখানে রাজারাম দিতেছেন ১২৲ টাকা। ইহা হইতেই এই সভা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাজারামের অনুরাগই সূচিত হয়। তাহার পর চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত রাজারামের নাম সভ্য তালিকায় পাওয়া যায়। কাজে কাজেই তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অন্ততঃ বার তের বৎসর তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যুক্ত ছিলেন এবং ভারত সরকারের দায়িত্বপূর্ণ কাজে

* জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার রিপোর্ট Asiatic Society of Bengal এ আছে। শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ আমাকে উহা দেখিতে দিয়াছেন।

অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁহার মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে স্বীকার না করাতে তিনি মুসলমান সমাজের মধ্যে মুসলমান পরিচিতিতে আপনাকে অবলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া যে প্রবাদ রচনার চেষ্টা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। ভারত সরকারের political department-এর নথিপত্র ঘাটিলে রাজারামের সম্পর্কে আরও অনেক সংবাদ বাহির হইয়া পড়িবে। ফরাসী পণ্ডিত Garcin De Tassy-র হিন্দুস্থানী সাহিত্য সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় লিখিত সুবৃহৎ পুস্তকে আছে যে রাজারাম রায় আগ্রা সহরে বাস করিতেন এবং তথাকার মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়াছিলেন, এই তথ্যটি আমাকে শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

যে সমস্ত বাঙ্গালী ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন রাজারাম রায়। তাঁহার জীবনের মাল মশলা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মিথ্যা বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া জনশ্রুতি ও কল্পনার সাহায্যে ইঁহার নামে গড়া গাল গল্প সম্পর্কে আর প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

শিক্ষাব্রতী রামমোহন

শনিবারের চিঠি "রামমোহন সংখ্যা"র ৪০৯ পৃষ্ঠায় আছে যে "লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানি পত্র লেখা ছাড়া এ কর্ম্মে [এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ ও সহায়তার কাজে] রামমোহনের কায়িক বা আর্থিক কোনও প্রযত্নের প্রমাণ আমরা পাই না।"

ইতিহাসের এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির দৃষ্টান্ত সাধারণতঃ বিরল হইলেও শনিমণ্ডলের ইতিহাস রচনায় এইরূপ বিকৃতি সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার

মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া যদিও ভবিষ্যতের শিক্ষানীতি রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, তবুও রামমোহনের সময় উহার "respectful consideration" সম্বন্ধে বিবেচনার প্রয়োজনবোধ পর্য্যন্ত সরকারী মহলের হয় নাই। কিন্তু রাম-মোহনের এই নীতির সারবত্তা এই পত্র লেখার প্রায় বার বৎসর পর সরকার স্বীকার করিতে বাধ্য হন। লর্ড রিপনের এডুকেশন কমিটি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"It took twelve years of controversy, the advocacy of Macaulay and the decisive action of a new Governor-general, before the committee could, as a body acquese in the policy urged by him [Rammohun]"

রামমোহন-কল্পিত শিক্ষা-নীতিই যে ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা নীতি—রামমোহনের নিকট সেই ঋণ ব্যতীতও কি রামমোহনের "কায়িক বা আর্থিক" অন্যান্য প্রযত্ন নাই ?

স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি উদ্বোধিত করেন এবং এই কলেজের অধ্যক্ষ হইবার কথা রামমোহনেরই ছিল, কিন্তু তাঁহার সংস্রব থাকিলে বহু হিন্দুপ্রধান কলেজকে সাহায্য করিবেন না জানিতে পারিয়া রামমোহন মহানুভবতার জন্যই কলেজ হইতে দূরে রহিলেন,—এই সর্ব্বজনবিদিত সত্য কি শনিমণ্ডলের জানা নাই ?

ডেভিড হেয়ারের জীবনীকার প্যারিচাঁদ মিত্র হেয়ারের জীবনীতে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে "হেয়ার সাহেব বুঝাইলেন যে তিনি [রামমোহন] অধ্যক্ষতা লইতে ক্ষান্ত না হইলে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় না। রামমোহন রায়ের উদার চরিত্র ছিল ; তিনি দেশের হিত সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন এবং আপন যশ গৌরব অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতেন। রামমোহন রায়ের এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা হইলে যাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহারা

সকলে স্যার হাইড ইষ্ট-এর বাটীতে উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।"

কিন্তু কলেজ স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া বা শিক্ষানীতি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ ব্যতীতও "কায়িক ও আর্থিক" প্রচেষ্টার অন্যান্য বহু নিদর্শন কি শনিমণ্ডলের জানা নাই? হেদুয়ার সন্নিকটে শুঁড়ি পাড়ায় যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রামমোহন একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই স্কুল রক্ষা করিতে যে অকাতরে নিজ অর্থ ব্যয় করিতেন, সে সংবাদ কি ব্রজেন্দ্র বাবু প্রমুখ মহা ঐতিহাসিকগণ জানেন না?

বাঙ্গালীর অর্থে ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত স্কুল ইহার পূর্ব্বে কি "হিন্দু সমাজের অনেকে" কেন, কেহই কি করিয়াছিলেন? রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণ বসু প্রভৃতি জন-কয়েকের স্কুল ও আনন্দীরাম দাসের বাটিতে যে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা গুটিকয়েক বাঙ্গলা কথার ইংরেজী পরিভাষা শিক্ষা দান মাত্র; তদ্ব্যতীত শিক্ষাদান ব্যবস্থা কোন স্কুলে ছিল কি?

অপার সার্কুলার রোডের যে বাটিতে বর্ত্তমানে পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের আফিস, রামমোহনের সেই উদ্যান বাটিকাতে যে শুঁড়ি পাড়া বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার জন্য আর একটি স্কুল ছিল, তাহার সংবাদ যদি শনিমণ্ডলের না থাকে, তবে তাহারা উনবিংশ শতকের ইতিহাসের একমাত্র ইজারাদারের ভান কোন সাহসে করেন?

এই স্কুলের অধ্যক্ষ মিষ্টার মোরক্রফটের পূর্ণ মাসিক বেতন একশত টাকা রামমোহন নিজ তহবিল হইতেই প্রদান করিতেন। পরে সিমলায় হেদুয়ার উত্তরে এক খণ্ড জমি কিনিয়া স্কুলের নিজস্ব বাটি রামমোহন নিজ ব্যয়ে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে করিয়া দিয়াছিলেন।

এই অ্যাংলো হিন্দু স্কুলই শনিমণ্ডলের প্রধান ভরসা ও রামমোহনের

বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট শিক্ষক ছিলেন। ছাপাখানার ভুলে "প্রবাসী"তে স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণটের স্থলে "ষ্টেণ্ডফোর্ড আর্ণট" হওয়াতে আশ্বিন ১৩২৩-এর "শনিবারের চিঠি" কতই না বিদ্রূপ করিয়াছেন। স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট যে এই স্কুলে কাজ করিতেন ইহা জানা না থাকিলে বা জানিয়াও ইচ্ছা করিয়া রামমোহনের "কায়িক ও আর্থিক" প্রচেষ্টা উড়াইয়া দিবার চেষ্টাকে কিরূপ অভিভাষণে অভিহিত করা উচিত? মহর্ষি রামমোহনের এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ও রামমোহনের পুত্র রামপ্রসাদ ও স্নেহ পালিত রাজারাম এই স্কুলে পড়িতেন। ব্রজেন্দ্রবাবু যে এই স্কুলের সংবাদ রাখেন তাহার প্রমাণ এই যে এই স্কুলের এক পরীক্ষার বিবরণ "বেঙ্গল হরকরা (Bengal Harkaru)" হইতে ব্রজেন্দ্রবাবু উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সে উদ্ধৃত অংশটুকুও বোধহয় ব্রজেন্দ্রবাবু মনযোগের সহিত পাঠ করেন নাই। কারণ উহা পাঠ করিয়া দেখিলে রামমোহন যে ফরাসী বিপ্লবের চিন্তা নায়ক ভল্টেয়ারের লেখার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিতে ব্রজেন্দ্রবাবু পারিতেন না। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের "বঙ্গশ্রী" পত্রিকার আশ্বিন মাসে ব্রজেন্দ্রবাবু বলেন যে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ভল্টেয়ারাদির পুস্তকের অনুবাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে পাইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু "হরকরা" হইত উদ্ধৃত রামমোহনের স্কুলের বিবরণে দেখা যায় যে ছাত্রদিগের পরীক্ষায় ভল্টেয়ার প্রণীত "সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের ইতিহাস" হইতে অংশ অনুবাদ করিতে ছাত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ভল্টেয়ারের ঐ পুস্তক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে সুপরিচিত ছিল। ছাত্রগণের পাঠ্যরূপে যে পুস্তক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহার পরিচয় লাভ তাহার কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ যুক্তি কোন্ ঐতিহাসিক প্রণালী সম্মত? ইতিহাস সম্মত না হইলেও এবং এইরূপ

মতবাদ অযৌক্তিক হইলেও তাহা প্রচার করিতেই হইবে, নতুবা ব্রজেন্দ্রাদির রামমোহন-বৈরীতা যে সিদ্ধ হয় না!

জর্জ্জ স্মিথের আলেকজেণ্ডার ডাফের জীবন চরিত্রের উল্লেখ বহুবার ব্রজেন্দ্র-সজনী করিয়াছেন। এই জীবন চরিতেই যে রামমোহনের নিকট ডাফের শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে বহু ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা কি শনিমণ্ডলের জানা নাই? ডাফসাহেবের স্কুলের জন্য বাটি স্থির করিয়া দেওয়া ও ছাত্র যোগাড় করিয়া দেওয়া প্রভৃতি "কায়িক পরিশ্রম" কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে?

সে সময়ে অন্য যাঁহারা শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন, শিক্ষা দানই কেবল তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল—কিন্তু রামমোহন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চাহিয়াছিলেন তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টির ফলে। তিনি জানিতেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় বলীয়ান জাতির সহিত জীবন-সংগ্রামে আঁটিয়া থাকিতে হইলেই আমাদেরও সেই বিদ্যা আয়ত্তে আনিতে হইবে—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়; সেইজন্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনে তাঁহার যে দান তাহা অতুলনীয় এবং শনিমণ্ডলের বাণী—"সে কালের হিন্দু সমাজের অনেকে এতদপেক্ষা [রামমোহনের প্রচেষ্টা] অনেক অধিক উদ্যম করিয়াছিলেন" এই উক্তি অসত্য।

সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করিলে শনিমণ্ডলের বহু উক্তিই অসার ও স্বেচ্ছাকৃত অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

সম্প্রতি বন্ধুবর ডাক্তার যতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম, এ, পি, এইচ, ডি, বার-অ্যাট-ল মহোদয় তাঁহার দপ্তরে সযত্নে সংগৃহীত রামমোহন সম্বন্ধে যে সমস্ত মালমশলা সংগৃহীত আছে তাহা দেখিতে এবং অপ্রকাশিত মালমসলা হইতে আমার প্রয়োজনানুযায়ী প্রমাণ গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়াতে শিক্ষাপ্রসারে রামমোহনের প্রযত্ন বিষয়ে নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে

পারিয়াছি। পাঠকবর্গ তাহা হইতে প্রমাণ পাইবেন যে, রামমোহন কেবল একটি স্কুল স্থাপন, হেয়ার সাহেব ও ডাফ সাহেবকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া ও ইউসটেস কেরীকে স্কুল স্থাপনের জন্য জমি দিয়া বা ভারত সরকারকে শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে দুই চারিটি মেমোরাণ্ডা দাখিল করিয়াই আপন কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তাঁহার চিন্তা এ বিষয়ে এত জাগ্রত ছিল যে ইহাই তাঁহার ধ্যান ধারণা হইয়া উঠিয়াছিল বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। রামমোহনের নিকট শিক্ষা বিলাসের বস্তু ছিল না। রামমোহন জানিতেন যে এই অধঃপতিত জাতিকে পুনরায় আপন মর্য্যাদায় স্থাপন করিতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইংরেজদের সহিত জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাদের ন্যায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্বে আনিতেই হইবে। শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের যে অনুরাগ তাহার মূলে ছিল জাতির জীবন রক্ষা— এই তাগিদ।

অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ভারতীয়গণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল স্থাপন একটি মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া রাজা রামমোহন রায় এ দেশীয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপিয়ানগণকে লইয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী কমার্সিয়াল অ্যাণ্ড পেট্রিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশন বলিয়া একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন কলিকাতার ষ্টক একশ্চেঞ্জ ভবনে হয় এবং উহার সভাপতিত্ব করেন মিষ্টার জে, ডব্লু, রিকেট্স। এই সভা জয়েণ্ট ষ্টক সভা ছিল এবং প্রত্যেক সভ্যকে অন্ততঃ এক সহস্র মুদ্রার সেয়ার কিনিয়া সভ্য হইতে হইত। তিনটি সহস্র মুদ্রার সেয়ার হোল্ডারের একটি অতিরিক্ত ভোটাধিকার এবং আরও তিন সহস্রে আর একটি অতিরিক্ত ভোটাধিকার এই কোম্পানীর নিয়মানুসারে বর্ত্তাইত, কিন্তু তিনটির অধিক ভোট কোনও ব্যক্তির হইবে না,

ইহাই নিয়ম ছিল। এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা বানিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত হওয়া। কিন্তু ইহার একাদশ নিয়মে উল্লেখ আছে যে ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করাও এই কোম্পানীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

একাদশ নিয়মটি এই—"That the Association shall equally hold it to be their highest duty to promote the work of sound and wholesome education among the native population".

এই সমিতির ম্যানেজিং কমিটির একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন রামমোহন রায়; অন্যান্য সভ্যগণ যথাক্রমে ছিলেন ডব্লু, ডাকষ্টা; জে, ফাউনটেন; এ, ইমলাক্; আর্, কার; জে, ডব্লু, রিকেট্স ও এস, পি, সিঙ্গার।

রামমোহন রায় কোম্পানীর প্রথম কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। পাঠকগণ স্মরণে রাখিবেন কলিকাতার ষ্টক এক্সেঞ্জ গৃহে একটি যৌথ কোম্পানী গঠিত হইল এবং তাঁহার কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায় আর্থিক অসততার ফলে ধনী হইয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহাদের সেই কাল্পনিক অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা এই নিয়োগ হইতে প্রমাণিত হয়। ষ্টক এক্সচেঞ্জে বহুদিন সাধু ব্যবসায়ীরূপে পরিচয় যদি রামমোহনের না থাকিত এবং তাঁহার সততা যদি সন্দেহাতীত না হইত, তবে ষ্টক একশ্চেঞ্জ গৃহে ব্যবসায়ীগণের নব ব্যবসায় পত্তনে রামমোহন কি কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন?

এই সভার বিবরণ সম্বন্ধে আরও জানিবার যদি পাঠকবর্গের কোনও কৌতূহল থাকে তবে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়া

গেজেটে তাহার পরিচয় পাইবেন। উপরোক্ত সংবাদও আমি উক্ত পত্রিকা হইতেই যতীন্দ্রবাবুর সাহায্যে সংগ্রহ করিয়াছি। *

রামমোহন এই ব্যবসায় মণ্ডলীর সহিত যুক্ত থাকাতেই এই ব্যবসায়ের লভ্যাংশের কর্তকটা যে সমিতির একাদশ নিয়মানুসারে এ দেশীয়দিগের শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয়িত হইবে, স্থির হইয়াছিল, ইহাতে কি সন্দেহ আছে?

বন্ধুবর ডাক্তার অনিলকুমার সেনের সৌজন্যে আমি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের Oriental Herald Vol III দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। এই পুস্তকের ১২৪ পৃষ্ঠায় Debate in East India House-এর যে বিবরণ আছে, তাহাতে লেখা আছে দেখিতেছি—"He [Captain Gowan] had received a letter from that individual [Ram Mohun Roy] relative to a subject which he [Captain Gowan] had much at heart, namely the foundation of some schools in India, which was written with extra-ordinary talent, which letter he would read to theou Crt."

এই সমস্ত হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের কোনও সুযোগ দেখিতে পাইলে রামমোহন তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। তাঁহার সমস্ত মন প্রাণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত। তিনি জানিতেন তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া যাহাকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, মুক্তির সেই সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে শিক্ষা বিস্তার করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। শিক্ষা বিস্তার তাঁহার

---

* এ প্রবন্ধ একটি সাপ্তাহিকে বাহির হইবার অনেক পরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার তাঁহার রামমোহন সম্পর্কিত গবেষণামূলক পুস্তকগুলির তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।

নিকট বিলাসের বিষয় ছিল না। তাহা তাঁহার ব্রতের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া রামমোহনের বোধ ছিল বলিয়াই শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। অথচ, শনিমণ্ডল পরিষ্কার বলিয়াছিলেন যে রামমোহনের এ বিষয়ে কোনও কায়িক বা আর্থিক প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায় না। এইরূপ নির্লজ্জ মিথ্যার সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ, অথচ শনিমণ্ডল সত্য প্রকাশের বড়াই করেন।

অষ্টম অধ্যায়

আর্ণটের মিথ্যা দাবী

রামমোহন যে ইংরেজী ভাল জানিতেন না এবং স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট তাঁহার হইয়া ইংরেজীতে রচনা লিখিয়া দিতেন, শনিমণ্ডলীর এই উক্তির ভিত্তি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা" প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টের উপর স্থাপিত। ব্রজেন্দ্রবাবু ঐতিহাসিকরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিলেও আমরা দেখাইয়াছি যে, যে-পরিমাণ শ্রমশীলতা ও ঐতিহাসিক তথ্য বিচার করিবার বুদ্ধি থাকিলে ইতিহাস বিজ্ঞান সম্মত হয়, ব্রজেন্দ্রবাবুর সে পরিমাণ বুদ্ধি ও শক্তি নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু যে মাল মসলার উপর তাঁহার 'থিওরী' গড়িয়াছেন, একবার তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় আর্ণটের এসিয়াটিক জার্ণালে লিখিত ১৮৩৩ সনের ডিসেম্বর মাসে এক প্রবন্ধের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আর্ণটের উক্তি যে প্রেস আইন সম্পর্কে রামমোহনের আবেদনও আর্ণট লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বিনা বিচারে ছাপাইয়াছেন। কিন্তু ছাপাইবার কালে প্রকৃত ঐতিহাসিকের মত আর্ণটের এই দাবীকে বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তকের ৪৯০ 'পৃষ্ঠায়' আর্ণটের প্রবন্ধ হইতে যে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহা যদি ব্রজেন্দ্রবাবু একটু কষ্টসহকারে যাচাই করিয়া দেখিতেন তবে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন যে আর্ণট সত্য কথা বলিতেছেন না। ডাক্তার কার্পেন্টার ও হোরেস হেম্যান উইলসন আর্ণটকে

মিথ্যাবাদী ও হীনচেতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এ সংবাদ ব্রজেন্দ্রবাবু রাখেন ও তাঁহার পুস্তকে সে কথা ব্রজেন্দ্রবাবু স্বীকারও করিয়াছেন। ইহাদের মতো দুই জন মনস্বী লোকের সুপরিষ্কার মন্তব্য থাকাতে ব্রজেন্দ্রবাবু যদি প্রকৃত ঐতিহাসিকের মনোবৃত্তি সম্পন্ন হইতেন, তবে আর্ণটের উক্তি যাচাই করিয়া নিশ্চয়ই দেখিতেন এবং তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে আর্ণট যে বলিয়াছেন রামমোহনের রচিত প্রেস আইনের বিরুদ্ধে আবেদনের আভ্যন্তরিক গঠন হইতে উহা ইউরোপীয়ান রচিত বলিয়া India House Debate-এ উহা কাহার রচিত সে. সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে এই মত গৃহীত হয় এবং উহা তখন সাধারণেরও ধারণা ছিল, তাহা সত্য নহে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা উক্তি করিয়া সাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা জাগাইয়া দিয়া রচনাটি নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে, তাহার কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও মত গঠন করা যে বিপজ্জনক তাহা কি ব্রজেন্দ্র বাবুদের বলিয়া দিতে হইবে?

আর্ণট যে debate-এর কথা বলিয়াছেন তাহা হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে। সেই আলোচনায় রামমোহনের লেখা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নাই। একমাত্র জ্যাকসন সাহেব বলেন যে লেখা হইতে মনে হয় যে উহা সিল্ক বাকিংহামের রচনা। আলোচনা সভাতেই বাকিংহাম তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। অপর পক্ষে অনারেবল ডগলাস কিনকেয়ার্ড, মিষ্টার গাওয়ান, মিষ্টার ফর্ব্বেস প্রভৃতি অনেকেই উহা রামমোহনের রচনা বলিয়া বলেন এবং কেহ কেহ সাক্ষ্য দেন যে তাঁহারা জানেন যে রামমোহন ঐ ধরণের ভাল ইংরেজি লিখিতে জানিতেন।

যাহারা বলেন যে রামমোহন ইংরেজি ভাল জানিতেন না, তাহাদের

সে মত কত ভ্রান্ত তাহা বহু প্রত্যক্ষ আলাপকারী ইংরেজের ও ফরাসীর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ করা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের এই আলোচনা পাঠে আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই আলোচনা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে "The Oriental Herald and Colonial Review" নামক পত্রিকার Vol II May to August এবং Vol III Sept to December-এ আছে।

Vol III ১২৪ পৃষ্ঠায় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই শুক্রবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে "Banishment from India of Editors of the Calcutta Journal" সম্বন্ধে যে রিকুইজেশন সভা হয় তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে মিষ্টার গাওয়ানের বক্তৃতার কথা আছে। Gowan যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন তখন সভায় কিছু গোলযোগ হওয়াতে তাঁহার কথার সবটা সুস্পষ্ট শোনা যায় নাই ; তবুও সভার রিপোর্টে আছে—"We understood him (Gowan) to say that he rose principally for the purpose of bearing his testimony to the competency of Rammohun Roy to write the Memorial which had so often referred to in the course of the discussions. He had recieved a letter from the individual (Rammohun) relative to a subject to which he (Captain Gowan) had much at heart, namely foundation of some schools in India, which was written with extra-ordinary talent, which letter he would read to the Court."

গাওয়ানের বক্তৃতার পরে স্যার চার্লাস ফোর্বেস বক্তৃতা দিতে উঠেন ও প্রারম্ভেই বলেন যে—" After what has been said respecting

this memorial, I feel it necessary to state, that Sir J. Malcolnm has expressed his decided opinion that it was written by Ram Mohun Roy, and I am certain that there are many native of India capable of same effort."

কিনিয়ার্ড এবং হিউমও মেমোরিয়ালটি রামমোহনের রচিতই বলেন। একমাত্র জ্যাকসন সাহেব বলেন যে, "If Mr. Buckingham did not write the memorial himself, he has taught somebody to write very like him." তদুত্তরে বাকিংহাম বলেন যে "I was not even in India when it was written." জ্যাকসন তবুও বলেন —I think nobody can read that petition without, at once, fixing upon the person who had prepared it. I will not allow Mr. Buckingam's modesty to stand between him and his fame. I cannot help thinking that he drew up the memorial." বাকিংহাম বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন—"to set the question with respect to the authorship of the memorial at rest, so far as regards myself, I beg to state, in explanation, that I never knew of existence of the document until after I left India. At the moment of my leaving Calcutta, no apprehension was entertained that any new regulations would be framed with respect to the press, and unless I could be supposed to have the gift of prophesy, it was quite impossible that I could foresee state of things that was about to happen or prepare any such memorial for such occasion"

স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে এ সম্বন্ধে আর্ণটের উক্তি সত্য নহে; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডিবেটে উক্ত মেমোরিয়াল যে রামমোহনের রচিত তাহাই বহুজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল; কেবল জ্যাকসন সাহেব উহা বাকিংহামের রচিত বলিয়া বলেন; কিন্তু বাকিংহাম অকাট্য যুক্তির বলে প্রমাণ করেন যে উহা তাঁহার রচনা নহে। ডিবেট হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে; তখন হইতে রামমোহনের জীবিতকাল পর্য্যন্ত উহা রামমোহন রচিত বলিয়াই চলিয়া আসিল। রামমোহনের মৃত্যুর পর এই ডিবেটের কদর্থ করিয়া আর্ণট তাহা নিজের বলিয়া যে দাবী করিয়াছেন, তাহা বিনা প্রমাণে ইতিহাসে সত্য বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না—বিশেষতঃ আর্ণটের হীন চরিত্রের কথা যখন জানা আছে এবং মিথ্যার বলে রামমোহনের কীর্ত্তি আত্মসাৎ করিবার ভীতি আর্ণট দেখাইয়াছিলেন বলিয়া কার্পেণ্টার ও উইলসনের সাক্ষ্য যখন বর্ত্তমান আছে। তথাপি ব্রজেন্দ্রবাবু তাহাই সত্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেন।

রামমোহনের বিরুদ্ধে শনিগণ্ডলীর প্রধান অস্ত্র স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণটের উক্তি যে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা আমরা প্রমাণ করিলাম। এমন কি, যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডিবেটের আলোচনার উপর আর্ণট প্রেস আইনের বিরুদ্ধে রামমোহনের মেমোরিয়ালখানি নিজের রচিত বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন, সেই ডিবেটের আলোচনাতেই যে মেমোরিয়ালের লেখক রামমোহন, তাহার পক্ষেই মত প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আর্ণট যে বলিয়াছেন যে ডিবেটে উহা ইংরেজের রচিত বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল তাহা যে স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা, তাহা ডিবেটের আলোচনা হইতে আমরা দেখাইয়াছি।

এখন দেখা যাউক, আর্ণট সম্বন্ধেই ব্রজেন্দ্রবাবুদের জ্ঞান কতটুকু

নির্ভরযোগ্য—যদিও "প্রবাসী"তে মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ আর্ণটের নাম ভুল ছাপা হওয়াতে শনিমণ্ডলী রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়কেও বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবুর "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র ৪৭৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারায় আছে যে "বাকিংহামের পর তাহার সহকারী স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট 'ক্যালকাটা জার্ণালে'র সম্পাদকীয় কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ..

এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভুল। আর্ণট কোনও দিনই ক্যালকাটা জার্ণালের সম্পাদক ছিলেনই না; উহার পরিচালনের দায়ীত্বও কোনও দিন তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল না। আর্ণট আফিসের একজন সহযোগীমাত্র ছিলেন; আইনতঃ বাস্তব সম্পাদক ছিলেন সি, জে, স্যাণ্ডিস। তাঁহার উপর পরিচালনের আইন-সম্মত দায়ীত্ব তো ছিলই, নৈতিক দায়ীত্বও সম্পূর্ণভাবে স্যাণ্ডিসের উপরই অর্পিত ছিল এবং তাহা জানিয়াই আর্ণট পত্রিকা পরিচালনে কিছু কিছু সহযোগিতা করিতেন। আর্ণট কলিকাতায় ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন এবং অবসর মত ক্যালকাটা জার্ণালের সহকারীর কাজ করিতেন। সম্পাদকীয় পরিচালনার দায়ীত্ব তাঁহার উপর ছিল বলিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু বাঙ্গলা সরকারের এক বিরাট অবিচারের সমর্থন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, ইতিহাস তাহা স্বীকার করে না। বাঙলা সরকারও আজকার দিনে সে মিথ্যাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন না। আর্ণট যে পরিচালক ছিলেন ইহা আর্ণট নিজে খুব জোর গলায় অস্বীকার করিয়াছেন ও বাকিংহাম এবং আর্ণটের সমর্থকবর্গও নানা প্রমাণ প্রয়োগে তাহার সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু জার্ণালকে যেন তেন প্রকারে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে তখনকার বাঙ্গলা সরকার অবশ্যই অন্যায় করিয়া আর্ণটকে "Avowed conductors" দিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়াছেন। কাগজে কোনও আইন-ঘটিত অপরাধ

ঘটিলে সম্পাদকই দায়ী, অন্য লোকে হইতে পারে না। কিন্তু গরজের বালাই নাই, তাই বাঙ্গলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী ডব্লু, বি, বেলী সাহেব ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা জার্ণালের মালিক জন পামর ও জর্জ্জ বালার্ড সাহেবদিগকে যে পত্র লিখেন, তাহার পঞ্চম প্যারায় আছে—"The article containing the offensive passages above quoted, is professedly an editorial article, for which Mr. Sandys and Mr. Arnot, the avowed coductors of the paper, are clearly and personallv responsible".

তখনকার প্রেস আইন অভারতীয়দিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে খাঁটিত না। স্যাণ্ডিস অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিলেন, সেই জন্য ভারতীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন ; তাই আইনের কবলে পড়িতেন না। সেই জন্য ইংরেজ আর্ণটকে টানিয়া আনিবার জন্য বেলি সাহেব আইনত দায়ী সম্পাদকের পরিবর্ত্তে ইচ্ছা করিয়া পরিচালক (conductors) -এর প্রসঙ্গ তুলিয়া আর্ণটকে জড়াইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়, হিবাস কর্পাস আইনের সাহায্যে আর্ণট মুক্তিলাভ করেন। তখন আর্ণটকে বিনা লাইসেন্সে ভারতে বাস করার অপরাধে বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের উক্তি আর্ণট যে "conductors"দের অন্যতম তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর পক্ষে বেদ হইলেও আর্ণটবাকিংহাম প্রভৃতিদের কাগজ অরিয়েণ্টাল হেরাল্ড বলিতেছেন—"The use of the plural instead of singular number (conductors for conductor) might appear to be a trivial error, were it not of a piece with the whole letter, the object of which is unwarrantably to extend the responsibility from Mr. Sandys to Mr. Arnot ; and for this purpose the latter is boldly asserted

to be an 'avowed conductor,' and as such, alleged to have given assurances in a private letter which in point of fact, he had never seen. The reader will therefore distinguish between a grammatical error or a slip of the pen and a systematic extension of the sense. involving an individual in banishment and ruin".

Oriental Herald—VII. 1824, Pp. 235.

ইহার কারণ সম্বন্ধেও হেরাল্ড পরিষ্কার ভাষায় বলিতেছেন, "It was because the real Editor, Mr. Sandys could not be punished without a trial, being an Indian that, therefore, Mr. Arnot, who was neither the real nor the nominal editor, was selected for punishment without trial, he being a Briton !"

বাঙ্গলা সরকারের এই কলঙ্ক কালিমা হইতে মুক্তি দিবার জন্য সেই সরকারী মিথ্যা ক্যালকাটা জার্ণালের পরিচালক কথাটাই ব্রজেন্দ্রবাবু আবার আর্ণট "সম্পাদকীয় কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন" লিখিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেন।

ওরিয়েণ্ট্যাল হেরাল্ডের উক্তি যে সত্য তাহার প্রমাণ কি, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে ; সেই জন্য আমরা ক্রমে ক্রমে সে প্রমাণও উদ্ধৃত করিব। প্রথম প্রমাণ, সিল্ক বাকিংহামের কলিকাতা ত্যাগের সময় সরকারের সেক্রেটারীকে লিখিত ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পত্র।

এই পত্রে বাকিংহাম লিখিয়াছেন—I have already resigned the editorship of the Calcutta Journal, not nominally, into the hands of Mr. T. F. Sandys. a gentleman of Indo-

British or Anglo-Indian birth, well-known as a public writer and an editor of an Indian Newspaper some few years ago, to whose future management the Calcutta Journal will be entrusted from and after this date."

আর্ণট বন্দী অবস্থায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া যে পত্র লিখেন তাহাতেও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—In accepting the situation of assistant in the office of the Calcutta Journal, I never considered myself as taking upon me any portion of responsibility to the laws or to the Government of the country which necessarily rest upon the Editor of a Newspaper; and if the honourable Governor-General in Council had thought otherwise, when Mr. Buckingham was removing fom India, I must have then shared his punishment."

আর্ণটের এই কথা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বাকিংহামের কালকাতা অবস্থানকালীন আর্ণট ক্যালকাটা জার্ণালে যে কাজ করিতেন, স্যাণ্ডিসের আমলেও সেই কাজেই রত ছিলেন, তাহার অধিক কিছু করেন নাই। তাহা হইলে ব্রজেন্দ্রবাবুর উক্ত বাণী "বাকিংহামের পর তাঁহার সহকারী স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণ ট ক্যালকাটা জার্ণালের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন," তাহা টেঁকে কি ?

আর্ণট তাঁহাকে অন্যতম পরিচালক বলিয়া অভিহিত করার উত্তরে এই পত্রে আরও বলিয়াছেন যে "I cannot but lament that the Government should have proceeded to act upon an error

so fatal to me without affording me an opportunity to rectify it by stating the fact."

স্যাণ্ডিসের নিকট হইতে সম্পাদকীয় কার্য্য লইবার যে আর্ণটের কোনও অধিকার ছিল না সে সম্বন্ধে আর্ণট বলিতেছেন, "I never had any power or title to usurp such a charge."

তাঁহাকে এই ভার দিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়াই তিনি লিখিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "My regard for truth and my duty to Mr. Buckingham, my employer, would have compelled me to renounce it."

বাকিংহাম স্পষ্টই বলিয়াছেন, খ্যাতনামা লেখক ও একটি ভারতীয় পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্যাণ্ডিস সাহেবের উপরই ক্যালকাটা জার্ণালের সম্পাদকীয় দায়ীত্ব (not nominally but actually) অর্পিত হইল। স্মরণ রাখিবার বিষয় এই not nominally but actually এই কথাতেই সকল সন্দেহের নিরসন করিয়া বাকিংহাম বলিতেছেন যে স্যাণ্ডিসের ন্যায় একজন সুলেখকের হস্তে সম্পাদকীয় ভার বাস্তব ভাবেই অর্পিত করিলেন। তিনি কেবল লোক দেখানো সম্পাদক নহেন—প্রকৃত পক্ষে বাস্তব-সম্পাদক।

আর্ণটও বেলি সাহেবকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর যে পত্র লেখেন তাহাতেই স্পষ্টই আছে—"Mr. F. Sandys then undertook the sole responsibility as editor and became answerable, legally and morally to the Government and to society at large, for whatever should appear in its pages, in which nothing, either original or borrowed, private correspondenre or selections could

be inserted without his express sanction and approval * * * 'in which he continues to act till the present"

আর্ণটের এই স্পষ্ট বিবৃতি, বাকিংহামের বিবৃতি ও স্যাণ্ডিসের নিজের স্বীকারোক্তির পরেও আর্ণটের ঘাড়ে সম্পাদকীয় দায়ীত্ব বা পরিচালন দায়ীত্ব চাপাইবার উদ্দেশ্য কি ?

আর্ণট আর একটি পত্রে লেখেন—"Nothing could be inserted without his (Sandys's) express order" এবং "I have agreed to continue in the situation of assistant, solely on this understanding and on this express condition."

তথাপি বেচারী আর্ণটের স্কন্ধে পরিচালনার ভার অর্পণ ব্রজেন্দ্র করিবেনই। ইহা কি নিছক বাঙ্গলা সরকারের প্রতি প্রীতি না লোক চক্ষে স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণটের মহিমা বাড়াইয়া তুলিয়া রামমোহন সম্পর্কে যে মিথ্যা দাবী আর্ণট করিয়াছিলেন তাহাকে সত্যের মহিমা দানের প্রচেষ্টা ?

নবম অধ্যায়

রামমোহনের ভাষাজ্ঞান

এই প্রবন্ধে রামমোহনের সাহিত্য-প্রতিভাকে ম্লান করিবার শনিমণ্ডলের অশেষ চেষ্টার কিছু পরিচয় দিব। রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে (বাঙ্গলা ১৩৪০ সনের মাঘ) "শনিবারেরর চিঠি" "রামমোহন রায় সংখ্যা" বাহির করেন। এই সংখ্যায় রামমোহন রায় যে একজন ভণ্ড প্রতারক, ভক্তদের মিথ্যা প্রচারের বলে যুগমানবরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অশেষ কৌশল শনির দল প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমানে স্থগিত রাখিয়া কেবল সাহিত্য সম্পর্কে ইহাদের উক্তির বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিব।

রামমোহন ইংরেজী জানিতেন না ও তাঁহার নামে প্রচারিত পুস্তকগুলি তাঁহার নহে, স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট প্রভৃতি অন্য লোকের হইবে ইত্যাদি প্রচার করিয়া শনির চিঠির লেখক বলিতেছেন—"দুই একটি কারণে আমাদের মনে সন্দেহ হয় যে ইংরেজীর মত বাঙ্গলাতেও রামমোহন অন্য দ্বারা লেখাইতেন বা সাহায্য লইতেন।"

কিন্তু ইংরেজী না জানার প্রধান প্রমাণ তাহারা যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা রামমোহনের এককালীন প্রভু ডিগ্‌বীর এক উক্তির অংশ হইতে। ডিগ্‌বী বলিয়াছেন যে, রামমোহন ২২ বৎসর বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু খুব মনোযোগের সহিত উহা না শেখায় তাহার পাঁচ বৎসর পরে যখন আমার সহিত আলাপ হয় তখন তিনি সাধারণ

কথাবার্ত্তা এমনভাবে কেবল বলিতে পারিতেন যে তাহার অর্থ বোধগম্য হইত, কিন্তু ঠিক ইংরেজী তিনি লিখিতে পারিতেন না।" (Could merely speak it well enough to be understood upon the most common topics of discourse but could not write with any degree of correctness)

কিন্তু ইহার পরেই ডিগবী যাহা বলিয়াছেন, সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক (!) সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। কেন না, তাহা প্রকাশিত হইলে রামমোহন যে ইংরেজী জানিতেন না তাহা প্রমাণ হয় না এবং রামমোহনকে ছোট করা চলে না।

ডিগবীর পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি ১৮১৭ খৃঃ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'কেন উপনিষদের' ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় আছে। তিনি উহাতে বলিয়াছেন যে তাঁহার নিকট চাকুরী করিতে করিতে "Acquired a correct knowledge of the language as to be enabled to write and speak it with considerable accuracy"—অর্থাৎ সঠিক ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে রামমোহন পারদর্শী হইয়াছিলেন।

কিন্তু এই অংশটুকু উদ্ধার করিলে যে শনির পরচ্ছিদ্রান্বেষী বৃত্তি চরিতার্থ হয় না, রামমোহনকে যে হীন করা চলে না, তাই সত্য প্রকাশের ছলে এই কীর্ত্তি!

রামমোহনকে ডিগবী ঘনিষ্ঠ ভাবেই জানিতেন। তাঁহার ন্যায় ঘনিষ্ঠ ভাবে রামমোহনকে জানিবার সুযোগ প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সিল্‌ক বাকিংহামেরও হইয়াছিল। বাকিংহাম তাঁহার ক্যালকাটা জার্ণাল নামক পত্রে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে রামমোহন সম্পাদিত "মিরাৎ উল আখবর" পত্রের প্রথম সংখ্যাকে অভিনন্দিত করিয়া লিখিয়াছিলেন—"The editor is a Bramhin of high rank

and possessing a competent knowledge of English." যে শনির দল কথায় কথায় সিল্ক বাকিংহাম ও ক্যালকাটা জার্ণালের দোহাই পাড়েন, তাহারা কি এ সংবাদ রাখেন না? বাকিংহাম তাঁহার রামমোহনের সহিত প্রথম পরিচয়-কাহিনী এই ভাবে লিখিয়াছেন—"In June 1818 the month of my first arrival in Calcutta, I was introduced to Rammohun Ray, at the house of Mr. E. Neas Mackintosh and was surprised at the unparalelled accuracy of his language, never having heard of a foreigner of Asiatic birth speak so well and esteeming his fine choice of words as worthy of imitation even of Englishmen.

I was delighted and surprised at his perfection in this tongue. In English, he is competent to converse freely on the most abstruse subjects and to argue more closely and coherently than most men that I know."

এই পত্র বাকিংহাম ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে লেখেন এবং উহা "The monthly repository of theology and general literature"-এ প্রকাশিত হয়। শনিমণ্ডলের অন্যতম জ্যোতিষ্ক শনির 'ব্রজেনদাদা' যে উক্ত repositoryর সন্ধান জানেন, তাহা তাহার লেখায় বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। তবে বাকিংহামের এই উক্তির সন্ধান কি তিনি জানিতেন, না, না জানিয়াও ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া গিয়াছেন?

যে আর্ণট শনিবারের দলের প্রধান অবলম্বন সেই আর্ণট-ই যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের এথিনিয়াম জার্ণালে রামমোহনের ইংরেজীতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির কথা স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। আর্ল অফ মনষ্টার ও অন্যান্য ইংরেজ

মনীষীর সাক্ষ্যের কথা নাই তুলিলাম, কিন্তু যে রামমোহন ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন রস্কো, বেন্থাম, রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি মনস্বীর মনেও নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ অঙ্কিত করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি ইংরেজী জানিতেন না বা ইংরেজী অপরকে দিয়া লিখাইয়া লইতেন, ইহা জাহির করিতে শনিমণ্ডলীর লজ্জা হইল না? ইংরেজী জ্ঞানের অভাব যে রামমোহনের ছিল, ইহার স্বপক্ষে শনিমণ্ডল রামমোহনের এককালীন সেক্রেটারী আর্ণটের উক্তিকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইতে পারেন; কিন্তু হোরেস হেম্যান উইলসন স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, রামমোহনের নিকট টাকা আদায়ের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া আর্ণ ট রামমোহনকে শাসাইয়াছিলেন যে বামমোহনের সকল লেখাই আর্ণটের নিজের এইরূপ দাবী আর্ণ ট করিবেন এবং উইলসনের মতে আর্ণ ট যেরূপ হীনপ্রকৃতির তাহাতে আর্ণটের কোনও উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে।

তবুও যাহা হউক, ইংরেজির বেলা একটা আর্ণ টও সাক্ষী আছে। কিন্তু রামমোহনের বাঙ্গলা লেখা যে রামমোহনের নহে তাহা সম্ভবতঃ গৌরমোহনের এই মৌলিক তথ্য প্রকাশে শনিমণ্ডলের যথেষ্ট বাহাদুরী আছে। গৌরমোহনের রচিত "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" ও রামমোহনের "সহমরণ বিষয়ে" পুস্তকের ভাষা, ও ভাবের কিছু মিল দৃষ্টে শনিমণ্ডল বলিতেছেন "মনে হয় যে রাজা রাধাকান্ত ও রামমোহন দুইজনই সেই যুগের চলিত প্রথা অনুযায়ী গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে নিজ নিজ পুস্তক রচনায় নিযুক্ত করিয়া দেন। সেই জন্যই এইরূপ ভাষা ও ভাবের আশ্চর্য্য মিল হইয়াছে।"

তখন গৌরমোহনের "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক"-এর প্রথম সংস্করণের সন্ধান শনিমণ্ডলের জানা ছিল না; সম্বল ছিল মাত্র তৃতীয় সংস্করণ। ইহার প্রকাশকাল ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ। রামমোহনের "সহমরণ" দ্বিতীয়

সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। দুই-এর ভাষার কিছু মিল দেখিয়াই তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত পুস্তক যে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা না বিচার করিয়া যে পাদরি লংকে শনিবারের চিঠি বার বার অপ্রামাণিক বলিয়াছেন, সেই লং-এর বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া গৌরমোহনের পুস্তকের প্রকাশকাল ১৮১৮ ধরিয়া লইলেন এবং তাহা হইতে ঐতিহাসিক গবেষণা করিলেন যে গৌরমোহনই রামমোহনের বাঙ্গলা গ্রন্থের লেখক হইতে পারেন। কিন্তু লং-এর তারিখ যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা পরে 'প্রবাসী'তে ব্রজেনবাবু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কারণ প্রথম সংস্করণের পুস্তক বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে; তাহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ১৮২২ দেওয়া আছে অর্থাৎ রামমোহনের পুস্তক প্রকাশের তিন বৎসর পরে গৌরমোহনের পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্রজেনবাবুর এই ভ্রমস্বীকারেও যথেষ্ট মাহাত্ম্য আছে। তিনি লিখিতেছেন, "তাঁহার (লংএর) প্রদত্ত এই তারিখ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া, ১৮১৯ সনে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সংবাদ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে" etc ; এই ভুল কে করিল সে সম্বন্ধে তিনি নীরব কেন? করা হইয়াছে "করি নাই" নহে; তবে যে করিল তাঁহার নাম প্রকাশে তাঁহার এত কুণ্ঠা কেন? লংকে আপ্তবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া যদি অন্যদলের কেহ এইরূপ একটি ভুল করিত তাহা হইলে চোখা বাক্যবাণ বর্ষণের অভাব ঘটিত না। শনিমণ্ডলীর কাহাকেও কোনদিন মোলায়েম ভাষা প্রয়োগ করিতে তো দেখা যায় না। তবে এত মোলায়েম ভাষা কেন? আরও মজা এই 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'কে যখন রামমোহনের সহমরণের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া শনিমণ্ডলের বিশ্বাস ছিল তখন তাহারা লিখিয়াছিল—"দুই পুস্তকের বহু স্থলে ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়;

রামমোহনের পুস্তক পরে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং ভাষাগত যে আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক।"

কিন্তু যেমন প্রমাণ হইল যে গৌরমোহন রামমোহনের পুস্তক প্রকাশের তিন বৎসর পরে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" পুস্তক রচনা করেন, তখনই এই দলের ব্রজেনবাবু লিখিলেন—"উভয় পুস্তকের দুই একটী স্থানে অল্প স্বল্প ভাষা ও ভাবগত মিল আছে"। যাহা পূর্ব্ব স্থলে ভাব ও ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য" ও আশ্চর্য্য মিল থাকার জন্য শনি মণ্ডলের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, তাহা সহসা কোন্ ঐন্দ্রজালিকের যাদুমায়া-স্পর্শে "অল্প স্বল্প ভাব ও ভাষাগত মিল"-এ পরিবর্ত্তিত হইল, সে রহস্য কে উদ্ঘাটিত করিবে?

কিন্তু বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রথম সংস্করণ না পাওয়া গেলেও এবং লংকে স্বীকার করিয়া লইলেও "অল্প স্বল্প" মিল না হইয়া "বহু স্থলে ভাব ও ভাষাগত" মিল থাকিলেই কি রামমোহনকে চৌর্য্যাপরাধের ইঙ্গিত দেওয়া চলিত? এই ভাব ও ভাষাগত মিল শনিমণ্ডল দেখাইয়াছিলেন "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক"এর তৃতীয় সংস্করণের সহিত রামমোহনের প্রথম সংস্করণের। তৃতীয় সংস্করণ ছাপা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রামমোহনের পুস্তক প্রকাশের পাঁচ বৎসর পর। এই পুস্তক অবলম্বন করিয়াই "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংস্করণ যে "enlarged to double its original size"; এবং লেখক যে "has improved it by simplifying its language"—এই উক্তি পুস্তক-প্রকাশক স্কুল-বুক-সোসাইটির (১৮২৪—২৫) এর রিপোর্টেই আছে। যে পুস্তক বর্দ্ধিত হইল এবং যাহার ভাষা সহজ করা হইল সেই পুস্তকের সরলীকৃত ও বর্দ্ধিত অংশে যে রামমোহন হইতে অংশ সংগৃহীত হয় নাই, তাহার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ না পাইয়া

শনিমণ্ডলের 'ভাষা ও ভাবের আশ্চর্য্য মিল' হইতে রামমোহন পরাত্মাপহরণ করিয়াছেন বা রামমোহন গৌরমোহনকে দিয়া লেখাইয়া লইতেন, এইরূপ অনুমানের কি কোনও সঙ্গত ভিত্তি আছে ?

জাতির একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র রামমোহনের ন্যায় যুগমানবকে হীন প্রতিপন্ন করিতে যাহারা এই সব চাতুরীর আশ্রয় লয়, তাহাদের সম্বন্ধে জাতির কি কর্ত্তব্য, তাহা জাতিরই আজ স্থির করা কর্ত্তব্য।

দশম অধ্যায়

রামমোহনের পার্ব্বত্য হিমালয় ভ্রমণ

রাজা রামমোহন রায় যে তরুণ বয়সে তিব্বতে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার প্রেরণায় গমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, ঐতিহাসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উহার কোনও ভিত্তি নাই; রামমোহন তিব্বতে আদৌ কোন দিন গমন করেন নাই বলিয়া ধরিয়া লওয়াই তাহার মতে সঙ্গত কারণ। ব্রজেন্দ্রবাবু রামমোহনের বাল্য ও কৈশোর সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাইয়াছেন, তাহাতে নাকি তিব্বতে দুই তিন বৎসর বাস করা সম্ভবপর নহে। আমরা এ সম্পর্কে যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে তাঁহার কৈশোরে তিব্বত ভ্রমণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, বরং উহার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়াই অনুমিত হয়। রামমোহনের এই ভ্রমণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেইজন্য সরকারী দলিল দস্তাবেজে উহার উল্লেখ থাকিবার কোনই হেতু নাই। কৈশোরে এই তিব্বত ভ্রমণ ব্যতীতও সরকারী চাকুরীতে লিপ্ত থাকিবার সময় যে রামমোহন তিব্বতের সামন্তরাজ্য ভোটানের রাজধানী পুনাখে গমন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ সরকারী দলিল পত্রে পাওয়া যায়; হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল অতিক্রমণে যে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যখন নিঃসংশয়ে রামমোহনের জীবনে ঘটিয়াছে, তখন কৈশোরের ভ্রমণ সত্য না হইলে এই সম্পর্কে অলীক গুজব রটাইবার কোনও তাগিদ কোনও ভক্তের থাকিতে পারে না। সেইজন্য কিম্বদন্তীটিকে বিনা প্রমাণে উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কৈশোরে তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে স্বপক্ষে ও বিপক্ষের

যুক্তিগুলির আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তই হয় যে বিপক্ষবাদীগণের যুক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

রামমোহন যে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে ধর্ম্মানুসন্ধিৎসার প্রেরণায় তিব্বতে গিয়াছিলেন, তাহা রামমোহনের দুইটি অতি পরিচিত ব্যক্তি, ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার ও সুবিখ্যাত ভাষা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত Garcian Tassy স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। কার্পেণ্টার তাঁহার "রিভিউ অফ দি লেবারস্ ওপিনিয়নস অ্যাণ্ড ক্যারেক্টার অফ রামমোহন রায়" গ্রন্থের ১০১—০২ পৃষ্ঠায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ধর্ম্মানুসন্ধিৎসার জন্য ঐ কিশোর বয়সে তিব্বত ভ্রমণের কাহিনী রামমোহন একবার লণ্ডনে ও আর একবার ষ্টেপলণ্টন গ্রোভে নিজ মুখে কার্পেণ্টারাদির নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন; দুই দুই বার এই বিষয়ে রামমোহনের উক্তি শুনিতে কার্পেণ্টার ভুল করিয়াছেন, অথবা রামমোহন তিব্বত ভ্রমণ না করিয়াই মিথ্যা গল্প রচনা করিয়াছেন মনে করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি এ পর্য্যন্ত কেহ প্রমাণ করেন নাই। রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভা ও তাঁহার মহৎ কর্ম্ম প্রচেষ্টা তাঁহাকে লোক সমাজে এতই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে অলীক কাহিনী রচনা করিয়া গৌরব বাড়াইবার তাহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কার্পেণ্টারের উক্তিই যে এ বিষয়ে একমাত্র সাক্ষ্য তাহাই নহে। হিন্দুস্থানী ভাষায় রচিত পুস্তকাদির পরিচয় পূর্ণ ইতিহাস রচনাকালে রামমোহনের হিন্দী ভাষায় রচিত পুস্তক সম্পর্কে রামমোহন জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত Garcian De Tassy বলিয়াছেন যে, "রামমোহন সত্যানুসন্ধানার্থে তিব্বতের বৌদ্ধ পরিবার পরিদর্শন ও বৌদ্ধগৃহে বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদের গুপ্ত আচার ও ধর্ম্ম সাধন তাঁহার পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তিনি অন্যান্য দেশের মধ্য দিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে

পুনরায় আহ্বান করেন।" De Tassy বলিয়াছেন যে তাঁহার নিকট হইতেই তাঁহার সম্পর্কে তথ্যাদি জানিবার সৌভাগ্য De Tassyর হইয়াছিল, কার্পেণ্টার ও De Tassyর সাক্ষ্যে গভীর মিল আছে।

তাহার পর "আত্মজীবনী" বলিয়া পরিচিত রামমোহনের মৃত্যুর অনতিপরে রামমোহনের এককালীন সেক্রেটারী আর্ণট কর্ত্তৃক প্রকাশিত জীবনীর সাক্ষ্যও উল্লেখযোগ্য; এই জীবনী রামমোহনের স্বরচিত না হইলে উহা আর্ণট কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতেও উক্ত আছে যে রামমোহন হিন্দুস্থানের মধ্যে কতকগুলি ও হিন্দুস্থানের বাহিরে কয়েকটি দেশে (Some beyond the bounds of Hindustan, গিয়াছিলেন, তাহার পর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহনের "তুফাৎউল মোহাদিন" গ্রন্থের আরবি ভাষায় লিখিত ভূমিকায় রামমোহন বলিয়াছেন যে, "আমি পৃথিবীর দূরদূরান্তর প্রদেশে, পার্ব্বত্যদেশে ও সমতল দেশে ভ্রমণ করিয়াছি।" এই দূরদূরান্তরে ভ্রমণই ভারতের বাহিরে ভ্রমণ সূচিত করে ও পার্ব্বত্য অঞ্চল তিব্বৎ ও অন্যান্য পার্ব্বত্য রাজ্যকেই বুঝায়। De Tassy তিব্বৎ ভিন্ন অন্যান্য দেশ ভ্রমণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভ্রমণ যে শুধু ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহাই নহে—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৩ অবধি রামমোহন কলিকাতায় ও ১৮০৩—০৫ অবধি উড্‌ফোর্ডের সঙ্গেই প্রধানতঃ ছিলেন; কাজে কাজেই উহা তাহার পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে, সেই হিসাবে তুফাৎ-এ রামমোহন সম্ভবতঃ এই কৈশোরে তিব্বতাদির কথাই বলিয়াছেন। রামমোহনের জীবদ্দশায় তাঁহার শত্রু পক্ষ তাঁহার সম্পর্কে বহু কুৎসা রটাইয়াছেন, তুফাৎ-এ "দূরদূরান্তরে অবস্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চল" ভ্রমণ সম্পর্কে রামমোহন মিথ্যা দম্ভ করিয়াছেন এইরূপ অপবাদ তাঁহাকে কেহ দিতে সাহসী হন নাই। রামমোহনের তিব্বৎ ভ্রমণ সম্পর্কে যে জনশ্রুতি আছে তাহার

ভিত্তি এইগুলি। তাহার বিপক্ষে ব্রজেন্দ্রবাবুর যুক্তির ভিত্তি কি দেখা যাউক। ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রথম যুক্তি, অত অল্পবয়সে কোনও ভারতীয়ের পক্ষে সেকালে এইরূপ দুর্গম প্রদেশে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে রামমোহনের চৌদ্দ বৎসর বয়সে রামমোহন যে লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন তাহা গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহনের মামলায় নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সাক্ষ্যে আছে ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে পিতার সহিত রামমোহন লাঙ্গুলপাড়ায় গিয়াছিলেন, তাহার যখন প্রমাণ পাওয়া যায় তখন পঞ্চদশ অথবা ষষ্ঠদশ বৎসর বয়সে তিব্বতে যাইবার রামমোহনের ফুরসৎ মিলে না। ব্রজেন্দ্রবাবু ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের Calcutta Review পত্রে স্পষ্টই লিখিয়াছেন "would not allow sufficient time for the stays in Tibet for two or three years" রামমোহনের জন্মকাল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া বিশ্বাস করিবার হেতু আছে, কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু বলেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ। ব্রজেন্দ্রবাবু যে জন্মাব্দ স্বীকার করেন তাহাকেই স্বীকার করিয়া লইলেও ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের বয়স পনেরো হয় ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ঠিক তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া আসার কোনই অন্তরায় ঘটে না, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মাব্দ হইলে তো নয়ই। ব্রজেনবাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত মালমসলার অধিকাংশ বিচার না করিয়াই শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী রামমোহনের 'জীবন চরিতের নূতন খসড়া' পুস্তকে গ্রহণ করিলেও ব্রজেন্দ্রবাবু কথিত "দুই তিন বৎসরের জন্য রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণের অবসর হয় না" এই উক্তিকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন, "আমি এইরূপ আশঙ্কার কোনই কারণ দেখি না। কেন না, ১৭৮৮।৮৯।৯০ এই তিন বৎসর ত সম্পূর্ণই, দুই বৎসরের কি কথা, অতি অনায়াসে রামমোহন তিন বৎসর তিব্বত অথবা

যে কোন পর্ব্বত বা সমতল ভূমিতে গৃহত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পারিতেন," (নূতন খসড়া পৃঃ ১৩)। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জন্ম হইলে "আত্মজীবনী ও De Tassy উভয়ের উক্তি অনুসারে বিংশতি বৎসর বয়সে, পিতা রামমোহনকে পুনরায় ডাকাইয়া লইলেন, তাহাতেও কোন বাধা হয় না; কেন না, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাহা হইলে রামমোহনের বয়স বিংশতি বর্ষই হয়।

ব্রজেন্দ্রবাবু প্রদর্শিত দুর্ব্বল যুক্তি সেইজন্য কিম্বদন্তীকে উড়াইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সে যাহা হউক, রামমোহন ঐ অল্প বয়সে ধর্ম্মানুসন্ধিৎসার প্রেরণায় তিব্বতে গমন করুন বা নাই করুন, তিনি যে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের সামন্ত রাজ্য ভোটানে ব্রিটিশরাজের দূত হিসাবে গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ সরকারী নথি পত্রেই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং রামমোহন-চরিত্রের একটি দিকে নূতন আলোকপাত করিয়াছে।

ভোটানের সহিত কোচবিহারের যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহার নিষ্পত্তি করিবার জন্য ভোটানরাজের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই রামমোহনকে ব্রিটিশ দূতরূপে ভোটানে প্রেরণ করা হয় ও এই সঙ্গে ভোটানরাজ যাহাতে নেপাল যুদ্ধে নেপাল রাজের পক্ষ অবলম্বন না করেন, তাহার চেষ্টা করিতেও রামমোহনকে ভার দেওয়া হয়। এই কাজেও রংপুরের সন্নিকটে অবস্থিত কোচবিহার, মনিপুর, কাছাড়, আসাম প্রভৃতি তৎকালের স্বাধীনরাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে রামমোহন যে কূট বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারাদি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর প্রসারিত হইয়াছিল এবং এই সূত্রেই দিল্লীশ্বর তাঁহার কথা শুনিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে রামমোহনকে যে দূত নিযুক্ত করেন, নব প্রকাশিত তথ্যাদির সাহায্যে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীর সরকারী দপ্তরখানায় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে লিখিত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার সংক্রান্ত কয়েকখানি বাংলা চিঠি আবিষ্কার করেন ও ভাষাতত্ত্বের উপকরণ হিসাবে সেইগুলিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার সেনের সম্পাদনায় "প্রাচীন বাংলাপত্র সঙ্কলন" নামে প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার সেন তাঁহার সুচিন্তিত ভূমিকায় এইগুলির ঐতিহাসিক মালমসলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও ইহার ঐতিহাসিক উপাদানগুলির যথাযথ ব্যবহার আজও হয় নাই।

এই পত্রগুলির মধ্যে কয়েকটিতে রামমোহনের উল্লেখ আছে এবং তিনি যে ইংরেজ সরকারের অধীনেই দেওয়ান ছিলেন এবং ডিগবী কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পরেও পরবর্ত্তী কলেক্টর স্কট সাহেবের আমলেও তাহারই নির্দ্দেশে ভোটানে দৌত্য কার্য্যে গমন করিয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভোটরাজের সহিত কোচবিহার রাজের সীমানা লইয়া বহুদিন গণ্ডগোল চলিতেছিল; ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ভোটানের সহিত ইংরেজের যে সন্ধি হয় তাহার অন্যতম সর্ত্ত হিসাবে মরাঘাট অঞ্চল ভোটানের সম্পত্তি বলিয়া স্বীকৃত হয়; কিন্তু তাহাতে কোচবিহার রাজ আপত্তি উত্থাপন করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর কাউন্সিল পার্লিং সাহেবের হস্তবুদ দেখিয়া এই নিষ্পত্তি করেন যে মরাঘাট ভোটানেরই সম্পত্তি। কোচবিহার পক্ষ বলেন যে সেই অঞ্চলে দুইটি মরাঘাট আছে; চ্যমুর্চি মরাঘাট ভোটানের হইলেও গির্দ্দা মরাঘাট কোচবিহারের সম্পত্তি। এই ব্যাপার লইয়া যে বিরোধের উৎপত্তি হয় তাহার মীমাংসার জন্য রংপুরের কলেক্টর মিষ্টার উইলিয়ম ডিগবী দুইবার উক্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন; একবার ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, ও অপরবার ১৮১১ খৃষ্টাব্দে। এই দুইবারই রামমোহন রায় ডিগবীর সঙ্গে ছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ভোটানের দেবরাজ "কলিকাতার বড় নবাব সাহেব জিউ" কে (গভর্ণর জেনারেলকে) যে পত্র লেখেন (প্রাচীন বাংলা পত্রাবলী—পত্র সংখ্যা ১১৬) তাহাতে স্পষ্টই উক্ত আছে "সে মতে রংপুরের সাহেব দেওন সহিত সরে জামিনে আসিয়া দেখিল" (প্রাঃ বা প পৃঃ ১৩৯)। এই পত্রে বর্ণিত সাহেব হইতেছেন রংপুরের তদানীন্তন কলেক্টর মিষ্টার ডিগবি, দেওয়ান বলিয়া যাঁহাকে উল্লেখ করা হইতেছে তিনি হইতেছেন রামমোহন রায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে "দেওন" যে রাজা রামমোহন রায়কেই বুঝাইতেছে তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ "কলিকাতার দেওন জীউ যুচরিতেষু" কে লিখিত দেবরাজার আর একটি পত্রেই পাওয়া যায়, (পত্রসংখ্যা ১১৭) মরাঘাট যে ভোটানের সম্পত্তি তাহার সমর্থনে দেবরাজা বলিতেছেন "সে সকল রংপুরের শ্রীযুত কলেক্টর সাহেব শ্রীযুত রামমোহন দেওয়ান সাক্ষাৎ জানা আছে" (প্রাঃ বাঃ পঃ পৃঃ ১৪৪) কাজে কাজেই পূর্ব্ব পত্রোল্লিখিত দেওয়ান যে রামমোহন রায় তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল।

সীমা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ডিগবীর নিষ্পত্তি ভোট-সরকারের মনঃপূত হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে কলেক্টর মিষ্টার ডেভিড্ স্কটের আমলে এই সীমানির্দ্ধারণ সম্পর্কে ভোট পক্ষে যে আর্জ্জি আসে তাহাতে ভোট পক্ষীয় কর্ম্মচারী জিনকাফ চিতাতুণ্ড আর্জ্জিতে বলেন, "ডিগবী সাহেব ও তাহার দেওন রামমোহন রায় ও মুন্‌সি হেমতুল্যার সহিত কারসাজি করিয়া নটখটা করিয়া আমরা হাজীর ছিলাম না ও উকিল হাজীর না থাকাতে তরফ কবিয়া যে মিছা ডিক্রী করিয়াছে তাহাতে আমার দিগের দেবরাজা·রাজা নয়।" (পত্র সংখ্যা ১৩৯ পৃঃ ১৬৭)।

এই "কারসাজী ও নটখটি—"তে রামমোহনের অংশ ছিল এইরূপ অভিযোগে চিতাতুণ্ড করিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে "কারসাজী" প্রভৃতি

অভিযোগ ভিত্তিহীন, উহা নিজেদের দাবী পুনরুত্থাপনের অছিলা স্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল।

চিত্তাভুণ্ড অভিযোগ করিয়াছেন যে ভোটপক্ষীয় উকীলের অনুপস্থিতিতে তদন্ত সমাপ্ত হয়। কিন্তু চামুর্চ্চী দুয়ারের ভোটপক্ষীয় সুবেদারের এক পত্রে স্বীকার আছে যে ডিগবী সাহেব যখন সারে জামিনে তদন্ত করিতে হাজির হন, তখন ঘটনাস্থলে ভোট পক্ষীয় চারিজন মাতব্বর উপস্থিত ছিলেন। (পত্রসংখ্যা ১০৫)

ইংরেজ সরকারের কাগজপত্রেও যথেষ্ট প্রমাণ মেলে যে ডিগবী যে দুইবার তদন্ত করেন সে দুইবারই ভোট পক্ষীয় উকীল উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়। সুরেন্দ্রবাবুর ভূমিকায় তাহার প্রমাণ দেওয়া আছে। (প্রাঃ বাঃ পঃ পৃঃ ৪৭)

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে উইলিয়ম ডিগবী রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী জর্জ্জ ডডস্‌ওয়েলকে যে পত্র লেখেন তাহাতে উক্ত বৎসরের সীমান্ত সম্পর্কে তদন্ত সম্পর্কে যে ভোটপক্ষীয়গণ উপস্থিত ছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। (প্রাঃ বঃ পঃ পৃঃ ২৬৪)

কারসাজীর কথা ভোটপক্ষীয়গণও বিশ্বাস করিতেন না। রামমোহন যদি কোন কারসাজীর মধ্যে থাকিতেন, তবে তাঁহাকেই নিষ্পত্তির সালীশ হইতে ভোটপক্ষ বারম্বার আগ্রহ প্রকাশ করিবেন কেন ?

দেববর্ম্মা ১১৬নং পত্রে লিখিয়াছেন যে রামমোহনের উপদেশ অনুসরণ করিয়াই ভোটরাজ ভোটদাবী শ্রুতিগোচর করাইতে গভর্ণর জেনারেল সকাশে শ্রীরামনাথ কায়েত্তীকে পাঠাইতেছেন। রামমোহনের প্রতি দেবরাজের আস্থা আছে জানিয়াই স্কট সাহেব রামমোহনকে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ভোটানে প্রেরণ করেন।

১৪০নং পত্রে ভোটরাজ রংপুরের কলেক্টর স্কট সাহেবকে জানাইতেছেন, তাঁহার উকীল রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসুকে অভ্যর্থনা করিতে পারিয়া ভোটরাজ আনন্দিত এবং ঐ পত্রে এই অনুরোধও আছে যে সীমা নির্দ্ধারণের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে যদি স্কট সাহেব নিজে না আসিতে পারেন তবে যেন পুনরায় রামমোহন রায়কে প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনের চাপে চিতাভুও যে কারসাজী করার অভিযোগ করিয়াছেন, সেই অভিযোগের মূলে কোনও সত্য থাকিলে কি দেবধর্ম্মা রামমোহনের প্রতি এইরূপ আস্থা রাখিতে পারিতেন ?

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্কট সাহেব সীমা সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন। তাহার মূলে রামমোহন ও কৃষ্ণকান্ত বাবুর তদন্ত এবং কৃষ্ণকান্তই বাঁশগাড়ি গাড়িয়া ভোটপক্ষীয় জিনকাফ চিতাভুওকে মবা ঘাটের দখলীস্বত্ব প্রদান করেন।

রামমোহন যে দৌত্য কার্য্যে ভোটানে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষে (১৩ই ভাদ্রে) লিখিত দেবরাজের এক পত্রে বলা হইয়াছে "তোমার উকীল চেরাঙ্গ দুয়ারে পৌছিয়াছে, আমার এখানে মালুম হইয়া তাহাকে আনিতে রাহাদারী পাঠইয়াছি" (পত্র সংখ্যা ১৩৯)।

চেরাঙ্গ হইতে পুনাখে পৌছিলে এই দূতদ্বয় যে ভেট প্রদান করেন তাহা পাইয়া দেবরাজ রংপুরের শ্রীযুত বড়সাহেবকে লেখেন যে "দোরোখা বানাত পাঁচজমা ও দুরবিন একটা সহিত আপনার উকীল শ্রীরামমোহন রায় ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত বসুর মারফৎ পাইয়া বহু সুখী হইলাম।"

রামমোহন ও কৃষ্ণকান্তের মধ্যে একজনের অগ্রে ফিরিবার আদেশ ছিল ; দেবরাজের পত্রে তাহার উল্লেখ আছে। তিনি লিখিতেছেন,

"রায় ও বসু মশতুর এখানে আরজি করিলে যে দুই জনের মধ্যে একজনকে একা ফিরিতে হুকুম করিয়াছে।" এই আদেশমত রামমোহনই অগ্রে ফিরিয়া আসেন এবং তাহার মারফৎ ভোট সরকার তাহাদের দাবী দাওয়া ইংরেজ সরকারের গোচরে আনেন। দেবরাজ সেইজন্য পত্রে লিখিয়াছেন যে "রাএ মৌবুকের জবানিতে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইবেন।"

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন তাহার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে একাধিক উকীল যে ভোটানে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই এবং সেইজন্য তিনি রামমোহনকে কৃষ্ণকান্তের সহকারী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্কট সাহেব দেবরাজকে যে পত্রে লেখেন তাহাতে স্পষ্টই লেখা আছে "সেহা শোরম দেরোথা বানাত আমার উকীলান মারফত পাঠাই আছী" (পত্র সংখ্যা ১৩৯ পৃঃ ১৬৮)। এই উকিলান কথাটি বহু বচনান্ত; সেইজন্য একাধিক উকীল বুঝাইতেছে।

দেবরাজার পত্রগুলিতেও বরাবর "তোমার উকীল রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসু" বলিয়া উল্লেখ আছে। কৃষ্ণকান্তের রোজ-নামচার অংশ বিশেষের স্কটকৃত যে অনুবাদ ইডেন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও "we" অর্থাৎ আমরা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই রোজ-নামচা হইতে জানা যায় যে তাঁহারা গোয়ালপাড়া হইয়া বিজনী ও তথা হইতে সিডলি হইয়া চেরাঙ্গ দুয়ারে মধ্য দিয়া ভোটানে পৌঁছান। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার (Vol 16) হইতে জানা যায় যে চেরাঙ্গ সিডলি হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে অবস্থিত। চেরাঙ্গ হইতে পাঁচুমাচু উপত্যকা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা পুনাখে পৌঁছান।

ভোটানে প্রেরিত এই দূত দুইজন কি শুধু সীমানা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন? ডাক্তার সেন লিখিয়াছেন যে শুধু এই কাজের

জন্য তাহাদের ভোটান যাইবার "অনিবার্য্য প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না ;" বিশেষতঃ যখন এই কাজের জন্যই ভোটানের দুইজন জিনকাফ চিটাটাসী ও চিতাতুগু সে সময়ে রংপুরেই ছিলেন। পত্রগুলি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে এই প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য যে সব গোপনীয় সরকারী প্রয়োজন এই দৌত্য কার্য্যের অন্তরালে ছিল তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সহিত নেপাল রাজের প্রবল যুদ্ধ চলিতেছিল ; কুচবিহারের কমিশনার নরম্যান ম্যাকলাউড কোনও সূত্রে সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন যে কুচবিহাররাজ ও ভোটরাজ নেপালের সহিত যোগ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ঠিক এই সময়েই ভোট সরকারের তরফ হইতে ডালিমকোটের দিকে স্বর্ণ ও সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। রংপুরের কলেক্টর স্কট সাহেবকে দেবরাজ এক পত্র লিখিয়া সাফাই গাহেন যে এই স্বর্ণ কৈলানিন্থুর মন্দিরের সংস্কার সাধনের জন্য এবং সৈন্যদল নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে গিয়াছে। এই সব কারণে ভোটরাজকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার গোপন উদ্দেশ্য এই দৌত্যের ছিল। দেবরাজের পত্রে আছে "রায় ও বসু জবানিতে যে মত শুনিলাম গোরখার সহিত যে প্রকারে লড়াই হইতে সুরু হইয়াছে মালুম হইলাম হরহর সুরূতে গোরখা তোমায় দিগের পর জুলুম করিয়াছে। আপনার সহিত কদিম দুস্তী থাকিলে গোরখা কি করিতে পারে।" ভোট সরকার নেপাল পক্ষে যোগদান করেন নাই ; ইহা হইতে বুঝা যায় যে এই গোপন দৌত্য সফলতা লাভ করিয়াছিল।

হ্যামিলটন সাহেব তাহার East India Gazetteer-এ বলিয়াছেন যে ভোটানে যে উকীল প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহাদের তিব্বতে যাইবার কথা ছিল, পেম্বারটন মনে করেন ভোটান ও তিব্বতের পথ ঘাট সম্বন্ধে

হ্যামিলটন অজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। (Pemberton's Report on Bootan Pp6)

হ্যামিল্‌টনের এই উক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। কারণ দেববর্ম্মার পত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে (পত্রসংখ্যা ১৪০) যে "চিন্তের তরফ হইতে দুইজন আম্বা মোকাম লাসাতে থাকে। তাহাদের এক খত লিখিয়াছেন, সে খত লাসাতে রওণা করা গেল তাহারদিগের জওাব আসিলে পশ্চাতে পাঠানো যাবেক।" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে লাসাস্থ চীন রাজদূতের নিকট প্রেরিত পত্র রামমোহন ও কৃষ্ণকান্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

এই পত্রগুলিতে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে দেবরাজা প্রত্যেকবার রামমোহনের নাম পূর্ব্বে ও কৃষ্ণকান্তের নাম পরে করিয়াছেন।

রামমোহন যে তিব্বতে না হইলেও তিব্বতের অন্তর্গত ভোটানের রাজধানী পুনাখ অবধি গিয়াছিলেন, সরকারী কাগজ পত্রে তাহার অকাট্য প্রমাণ মিলিল।

এই পত্রাবলী হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে দেওয়ান রামমোহন ডিগবীর পদত্যাগের সহিত কলিকাতায় স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলেক্টর স্কটসাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গোপনীয় দৌত্য কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। ডিগবীর আমলেও তিনি দেওয়ানী ব্যতীত অন্যপ্রকার রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন।

স্বাধীন আসাম রাজ্যের বুড়া গোহাঞি পূর্ণানন্দ রাজা নির্ব্বাচন ও রাজ্য পরিচালনের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসেন ও রাজা গৌরী নাথের মৃত্যুর পর গৌরীনাথের পিতা মৃত মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর

সিংহের এক পিতৃব্য স্বর্গদেব গদাধর সিংহের এক দাসী পুত্র কিনারামকে কমলেশ্বর সিংহ নামে পূর্ণানন্দ সিংহাসনে বসাইয়া প্রকৃত পক্ষে নিজেই আসাম রাজ্যের সর্ব্বময় কর্তা হইয়া বসেন। তখন রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী লক্ষ্মীশ্বর সিংহের অন্যতম পিতৃব্য স্বর্গদেব রাজেশ্বর সিংহের প্রপৌত্র কুমার ব্রজনাথ সিংহ ওরফে পদ্মকুমারই যে প্রকৃত পক্ষে এই রাজ্যের অধিকারী তাহা জানাইয়া গৌরীনাথের বিধবা পত্নী রাণী কমলেশ্বরী ইংরেজ সরকারের নিকট এক আর্জ্জি পেশ করেন; ইংরেজ সরকার এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগে তখন হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কুমার ব্রজনাথ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন ও বিখ্যাত বরকন্দাজ ডুন্দিয়া-নেতা নিয়ামতুল্লার সাহায্য লাভ করেন। কিন্তু পদ্মকুমারের এই প্রথম অভিযান বিফল হয়। তাহার পর ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কমলেশ্বরের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার ভ্রাতা বালক চন্দ্রকান্ত যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পদ্মকুমার আবার নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হইলেন ও ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রংপুর ও কুচবিহারে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই চেষ্টায় দেওয়ান রামমোহনের আশ্রিত আলেপ সিংহ নামে এক ব্যক্তি রংপুরে ব্রজনাথের হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন এইরূপ একটি অভিযোগ কুচবিহার-রাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কমিশনার নরম্যান ম্যাকলাউডের নিকট করেন। (পত্রসংখ্যা ১২৮, পৃঃ ১৫২)।

"কুমেদান শ্রীআলেপ সিংহ মজকুর মোকাম রংপুরের কেলটওর সাহেবের দেওয়ান শ্রীরামমোহন রায় পাশ আছে। ঐ কুমেদান মজকুর হাতিয়ারবন্দলোক চাকর রাখার কারণ বুবংশ মজকুরকে পাঠাইয়াছে।" শ্রীসুবংশ চক্রবর্ত্তী নামে ব্রজনাথের একজন কর্ম্মচারীকে অস্ত্রধারী সৈন্য সংগ্রহার্থে আলেপ সিংহ সাহায্য করিতেছে বলিয়া অভিযোগ হইতেছে।

রামমোহন এই ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক নানা ব্যাপারে জড়িত থাকিয়া ভোটানের দৌত্য সফলতার সহিত নিষ্পন্ন করিয়া যখন রামমোহন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন দিল্লীর বাদশাহের মুক্তিয়ার খাজা ফরিদ দবিরোদ্দৌলা উক্ত পদে ইস্তাফা দিয়া কলিকাতায় আসেন ও কিছুদিন তথায় অবস্থানের পর পুনরায় মুক্তিয়ার পদ গ্রহণ করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সহিত রামমোহনের আলাপ কলিকাতায় অবস্থানকালে ঘটে এবং রামমোহনের কূট রাষ্ট্র-নীতিক বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকেই দিল্লীশ্বরের হইয়া ইংলণ্ডে দৌত কার্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বোধ করিয়া তাঁহাকে মনোনীত করিতে দিল্লীশ্বরের নিকট সুপারিশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দিল্লীশ্বরের অন্যতম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আফজলবেগের বিশেষ সুপারিশে দিল্লীশ্বর রামমোহনকে ইংলণ্ডে দূতরূপে প্রেরণ করেন। রামমোহনের দূত হইবার যোগ্যতা তখন ভারতের সর্ব্বত্র সুবিদিত ছিল। আগ্রার আদালতের ভূতপূর্ব্ব নাজির বংশীধরের সুপারিশে গোয়ালিয়রের বিধবা রাণী বাইজিবাই রামমোহনকে ইংলণ্ডের দৌত্য কার্য্যে নিয়োজিত করিতে চাহেন। এই সমস্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রংপুরে অবস্থানকালীন রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় লইয়া যোগ্যতা সম্পর্কে খুব সুনাম হইয়াছিল। রংপুরের বাকী পত্র সেইজন্য আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজিয়া দেখা উচিত।

পরিশিষ্ট

বাল্যে রামমোহনের শিক্ষা

রামমোহনের জীবনী-লেখক সকলেই বলিয়াছেন যে রামমোহন বাল্যে বিদ্যা শিক্ষার্থে পাটনায় গমন করিয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্র বাবুরা এই তথ্যটি স্বীকার করিতে চাহেন না। রামমোহন যে কেন নবম বৎসর বয়সে পাটনা গমন করিতে পারিবেন না, সে সম্বন্ধে কোনও যুক্তি তাঁহারা প্রদান করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় যে নয় বৎসর হইতে বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাটনায় আরবি ও ফারসি শিক্ষা লাভের জন্য ও তাহার পর এক কি দুই বৎসর কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য গিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কি থাকিতে পারে? অথচ ব্রজেন্দ্রবাবু কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় জোর করিয়া বলিতেছেন—

"Whatever may have been the date of his (Rammohun's) birth there can be no doubt that the childhood of Rammohan was spent in the Radhanagore house."

কোনও প্রমাণ না দিয়া কেবল একটা জোরের সহিত উক্তি করিলেই কি তাহা প্রমাণ হয়?

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন পার্শি শিক্ষা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা "গ্রামে হইতে পারিত, উহার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত না।" কিন্তু গ্রামে শিক্ষালাভ সম্ভব হইলেই কি নিশ্চিত করিয়া বলা চলে যে সেইজন্য পাটনা ও কাশীতে শিক্ষালাভের কথা মিথ্যা?

ব্রজেন্দ্রবাবুর জানা উচিত ছিল যে রায়-পরিবারের বহুলোক রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমল হইতেই মুর্শিদাবাদ, পাটনা প্রভৃতি স্থানে সরকারী চাকুরীর জন্য অবস্থান করিতেন। ব্রজবিনোদ পাটনায় অবস্থান কালে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা সম্রাট বাহাদুর শাহ রামমোহনকে লিখিত এক পত্রে স্বীকার করিয়াছেন। ব্রজবিনোদের সাত পুত্র। তাঁহার মধ্যে রামকান্ত কিছুদিন সরকারী চাকুরী করিয়াছিলেন প্রমাণ আছে। অন্যান্য পুত্রগণ কিম্বা তাঁহাদের পুত্রাদি যে কেহ সেই সময়ে পাটনায় চাকুরী করিতেছিলেন না, এ কথা কি ব্রজেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে পারেন? এইরূপ কোনও আত্মীয়ের গৃহে বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রেরণ করা অসম্ভব কেন?

দেখা যায় যে যৌবনেই রামমোহন আরবী ভাষা হইতে ইউক্লিড এবং আরিষ্টটেলের ন্যায়-দর্শনে বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন ও মোতাজেলা দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা কম নহে। ভাগলপুর হইতে যে পত্র রামমোহন লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে কিরূপ শিক্ষিত, সেই সম্পর্কে সদর দেওয়ানী আদালতের ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে জানিতে বলিয়াছেন অর্থাৎ কলিকাতায় আসার পরেই তিনি যে একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, তাহা ঐ সমস্ত কর্ম্মচারীগণ অবগত ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের নিকট সংবাদ লইবার কথা রামমোহন জোর করিয়া বলিয়াছেন। এই বিদ্যা লাভ তাঁহার কোথায় হইল? লাঙ্গুলপাড়া বা রাধানগরে এত উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। সেইজন্য পাটনা ও কাশীতে বিদ্যা লাভের কাহিনী সত্যই বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; অন্ততঃপক্ষে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সঠিক প্রমাণ অন্য পক্ষে মিলিবে ততক্ষণ উহা অবিশ্বাস

করিবার হেতু নাই। রামমোহন যে কোরাণ সম্বন্ধেও বেশ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা ইয়েট্স্ সাহেব প্রথম সাক্ষাতের পর স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ আরবী ও পার্শিতে ব্যুৎপত্তি কি স্ব-গ্রামে সম্ভব ?

রামমোহন "An appeal to the Christian public" নামক পুস্তকে নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "not only renounced idolatory at a very early period of his life but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system." ব্রজেন্দ্রবাবু বলিতে চাহেন যে উহা "তুহফাৎ" কিন্তু তুহফাৎ প্রকাশিত হয় ১৮০৩-৪ খৃষ্টাব্দে, তখন রামমোহনের বয়স ত্রিশ। উহাকে কি "Very early period of his life" বলা চলে ? তাহা ছাড়া ঐ নিজ পরিচয়ে এইজন্য "parents" দিগের সহিত কলহের কথা বলিয়াছেন। "তুহফাৎ" প্রকাশের সময় পিতা জীবিত ছিলেন না, কাজে কাজেই উহা সে পুস্তক নহে। পিতার মৃত্যু সময়ে যে তাঁহার পিতৃকুলের সহিত সংস্রব ছিল না, ধর্ম্মঘটিত বিভেদ পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে রামমোহন স্বতন্ত্র ভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, মাতার সহিত মিলিত হইয়া পারিবারিক শ্রাদ্ধে যোগ দান করেন নাই।